বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব
ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

জ্ঞান ইসলামিকরণ সিরিজ : ৫

জ্ঞান ও ইমান

ড. ইব্রাহিম আহমদ উমর

জ্ঞান ইসলামিকরণ সিরিজ : ৫

জ্ঞান ও ইমান

ড. ইব্রাহিম আহমদ উমর

অনুবাদ

ড. মো: কামরুল হাসান

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.pathagar.com

জ্ঞান ও ইমান

মূল : ড. ইব্রাহিম আহমদ উমর

অনুবাদ : ড. মোঃ কামরুল হাসান

ISBN : 978-984-8471-33-3

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা - ১২৩০

ফোন : ০২-৮৯১৭৫০, ০২-৮৯২৪২৫৬

E-mail : biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com

Website : www.iiitbd.org

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর : ২০১৪

ভাদ্র : ১৪২১

জিলক্দ : ১৪৩৫

মূল্য : ৮০.০০ টাকা মাত্র US $ 7

'Gan O Iman', (Ilm and Iman) originally written by Dr. Ibrahim Ahmed Umar. Translated by Dr. Md. Kamrul Hasan. Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka - 1230. Phone : 02-8917509, 02-8924256. E-mail: *biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com*, Website : *www.iiitbd.org,* Price : BDT 80.00, US $ 7.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

ইলম ও ইমান শব্দদ্বয়ের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এর কারণ সুস্পষ্ট; কেননা এ দুটোই স্রষ্টা, মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে কথা বলে। তবে আল কুরআন ইলম বিষয়ক যে শিক্ষা আমাদের দিয়েছে তার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করা ব্যতীত ইলম ও ইমান বিষয়ক আলোচনা কখনোই সম্ভব নয়। ইলম এবং এর কুরআনিক ধারণা সম্পর্কে মাথায় অসংখ্য প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে পারে, কুরআনের অসংখ্য আয়াত যেখানে ইলম সম্পর্কে বলা হয়েছে ওই সকল আয়াতের প্রতি দৃষ্টির প্রত্যক্ষকরণ চলতে পারে এবং চোখ যা প্রত্যক্ষ করছে এবং উপলব্ধি করছে সে সম্পর্কে অন্তর বিভ্রান্ত হতে পারে। তবে যদি ওই সকল আয়াতের মর্মার্থ অতি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয় তবে হেদায়াত ও রহমতের ভাণ্ডার উন্মোচিত হয়ে পড়বে।

আরবি থেকে বাংলায় 'জ্ঞান ও ইমান' শিরোনামে অনুদিত এ বইটি দ্বীন, ইলম ও ইমান সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জন করে মুসলিম মানস যাতে এ সম্পর্কিত যাবতীয় বিভ্রান্তি, অসংগতি, বৈপরিত্য ও সংশয় থেকে পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে সেই প্রয়াসেই প্রকাশিত হয়েছে। বইটি অনুবাদের সুকঠিন কাজটি অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সম্পন্ন করেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ কামরুল হাসান। এ জন্য বিআইআইটি'র পক্ষ থেকে ড. হাসানকে আন্তরিক মোবারকবাদ।

বইটি গবেষক, ছাত্র, শিক্ষকসহ সকলকেই তথ্য, দৃষ্টিভঙ্গি, গভীর বিবেচনা ও সুদূর প্রসারী পরামর্শ দ্বারা সহায়তা করবে বলে আমরা মনে করি। বিআইআইটি কর্তৃপক্ষ বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে সত্যিই আনন্দিত। বইটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ
ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রকাশনা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين المجاهدين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মদ সা., তাঁর পরিবারবর্গ, পুণ্যাত্মা সাথীবৃন্দ এবং তাঁদের অনুসারীদের প্রতি যারা কিয়ামত পর্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁদের অনুসরণ করবে।

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা ও আম্মার প্রতি

www.pathagar.com

সূচি

প্রথম অধ্যায়	০১-০৬
ভূমিকা	০১
ইলম ও ইমানের প্রচলিত অর্থ	০১
ইলম ও ইমানের মধ্যে সম্পর্ক	০২
ইলমী অগ্রগণ্যতা ও ইমানী দাওয়াত	০৩
ইলমী তাফসীর ও দ্বীনি তাফসির	০৪
ইলম ও ইমানের মধ্যে পার্থক্য সূচনাকারী আহ্বান	০৪
দাবত তথা মুখস্থকরণ ও অগ্রগণ্যতা	০৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	০৭-৩৬
ইলম	০৭
আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন সব কিছু জানেন	০৭
বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাতব্য : দৃশ্য ও অদৃশ্য	০৯
প্রত্যক্ষকরণের জ্ঞান	১৫
সংবাদ এবং ইলম বিষয়ে সংবাদের স্থান	১৮
বিশ্লেষণধর্মী ঘটনা বা বিষয়	২০
জ্ঞানের পরিধি	২১
যুক্তি	২৭
শাহাদাত বা সাক্ষ্য	৩০
পুনশ্চ ইলম প্রসঙ্গ	৩২
ইলম নির্ভর ইজতিহাদ ও ফতওয়া	৩৩
বিতর্ক ও উত্তম পন্থায় বিতর্ক	৩৬
তৃতীয় অধ্যায়	৩৭-৪৩
ইমান	৩৭
প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য মর্মার্থের প্রতি প্রত্যাবর্তন	৩৭
ইমান	৩৭
ইমানের সম্পৃক্ততা	৪৩

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায় ৪৫-৫৬
ইলম ও ইমানের সম্পর্ক ৪৫
ইলম ও ইমানের ভিত্তি ৪৫
ইলমে পারদর্শী তথা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ ৪৫
ইলম এবং ইমান বাড়ে ও কমে ৪৭
ইলম, ইমান ও আমল ৫২

পঞ্চম অধ্যায় ৫৭-৬২
উপেক্ষা ও কুফরি প্রসঙ্গ ৫৭
উপেক্ষা, পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও অস্বীকার প্রসঙ্গে ৫৭
কুফর প্রসঙ্গ ৬০
ব্যবহারিক অর্থ ও ইসলামিক অর্থ ৬২

ষষ্ঠ অধ্যায় ৬৩-৬৪
ইলম ও ইমান অর্জনের উপায়সমূহ ৬৩
শেষ কথা ৬৩
মানবীয় আচরণের কুরআনী বর্ণনা ৬৪

সপ্তম অধ্যায় ৬৫-৬৫
ইলম ও ইমানের পর্যায়সমূহ ৬৫

অষ্টম অধ্যায় ৬৭-৭১
মারিফাত ৬৭
মারিফাত কী? ৬৭
প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন – প্রসঙ্গ তৃতীয়বারের মত ৬৭
মারিফাত, ইমান, প্রকাশ্য ইলম ও গোপন ইলম ৭০
তারিফ বা পরিচিতি ৭১

নবম অধ্যায় ৭২-৭২
পরিশিষ্ট : ইসলামি জ্ঞান ৭২

তথ্যসূত্র ৭২

www.pathagar.com

বিআইআইটি থেকে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের তালিকা (পার্ট - ১)

ক. অর্থনীতি ও ব্যবসা প্রশাসন

এম. উমর চাপড়া *পিএইচডি*

ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ ২৫০/-

ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ১৬০/-

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে : অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ ৩০০/-

প্রফেসর খুরশিদ আহমদ

উন্নয়ন ও ইসলাম ৩৫/-

এম আকরাম খান এবং এম রকিবুজ জামান

ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য বিনিময় ও স্টক এক্সচেঞ্জ ৭০/-

এম. রুহুল আমিন অনূদিত

ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা - সামাজিক প্রেক্ষাপট ১০০/-

কাজী মোরতুজা আলী

ইসলামি জীবন বীমা : বর্তমান প্রেক্ষিত ১৭৫/-

মাহমুদ আহমদ *পিএইচডি*

ইসলামি ক্ষুদ্রঋণ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ ৬০/-

রফিক ইসা বীকুন

ইসলামি ব্যবসায় নৈতিকতা ১০০/-

প্রফেসর ড. মাহ্‌ফুজুর রহমান

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ২০০/-

খ. সামাজিক বিজ্ঞান

আব্দুলহামিদ আহমাদ আবুসুলায়মান

ইসলামের দৃষ্টিতে রাজনৈতিক সংঘাত ও সহিংসতা নিয়ন্ত্রণ ৬০/-

ইসলাম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ২৫০/-

আকরাম জিয়া আল উমরী *পিএইচডি*

রাসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ (১ম খন্ড) ১৫০/-

রাসূলের (সঃ) যুগে মদীনার সমাজ (২য় খন্ড) ১৭০/-

আবদুর রশিদ মোতেন

রাষ্ট্রবিজ্ঞান : ইসলামি প্রেক্ষিত ১৫০/-

তাহির আমিন

জাতীয়তাবাদ ও আর্ন্তজাতিকতাবাদ : উদারতাবাদ, মার্কসবাদ ও ইসলাম ১০০/-

মোহাম্মদ হাশিম কামালি

ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা ২৫০/-

মুহাম্মদ আল ব্যুরে *পিএইচডি*

প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামি প্রেক্ষিত ৩০০/-

জাফর ইকবাল *পিএইচডি*

শিক্ষক প্রশিক্ষণ : ইসলামি প্রেক্ষিত ১৫০/-

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ইলম ও ইমানের প্রচলিত অর্থ

নিশ্চয়ই ইলম শব্দটি সাধারণের কাছে অতি পরিচিত ও পছন্দনীয় একটি শব্দ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ইলম শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও সে অর্থসমূহ অনেকটাই কাছাকাছি। যেমনটি অনেক লেখক ও চিন্তাবিদ তাদের লেখা কিংবা চিন্তাকে এভাবে বলতে চেয়েছেন যে, এটি ইলমী রচনা কিংবা ইলমী চিন্তাধারা।

এ সকল অর্থের অধিকাংশই বহুল প্রচলিত এবং সমসাময়িক জনগোষ্ঠীর কাছে অতি পরিচিত। যা বিশেষভাবে প্রকৃতির উন্মেষের ক্ষেত্রে অগ্রগামীতার সাথে সম্পৃক্ত। তা হতে পারে উপাদানগত দিক থেকে, আকৃতিগত দিক থেকে, বিধানগত দিক থেকে কিংবা অন্য কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে। আর অনুসন্ধান ও গবেষণার ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতির সাথেও সম্পৃক্ত হতে পারে – হোক তা উৎপত্তিগত কিংবা পরিচয়গত, হতে পারে তা বিষয়বস্তুর অভিজ্ঞতা কিংবা অকাট্য যুক্তির আলোকে। ফলে ইলমের অর্থের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। আধুনিক ইংরেজিতে ইলমকে Science নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ইমান শব্দটিকেও বিভিন্ন দিক বিবেচনায় ইলমের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। ইমান শব্দটিও বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় যদিও সেগুলো খানিকটা কাছাকাছি। অনেকেই তাদের স্বীয় অবস্থানকে ইমানী অবস্থান বলে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। যদিও সে ঘটনাবলীতে পার্থক্য রয়েছে এবং কখনো কখনো তা সাংঘর্ষিকও বটে।

আর এ সকল অর্থ মানুষের দ্বীন ও আকাইদের বিভিন্নতার কারণেই তাদের মাঝে প্রচলিত হয়েছে বিভিন্ন মতবাদ ও দার্শনিকতত্ত্ব। সপ্তদশ শতকের রেনেসাঁ নেতৃবৃন্দের তর্ক-বিতর্কের গভীর পর্যালোচনায় দেখা যায় ইমানী অবস্থান ও ইলমী

www.pathagar.com

অবস্থান দুটি আলাদা বিষয়বস্তু এবং বলা যায় যে, এ দুটি বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে সাংঘর্ষিক ও বিপরীতমুখী। ইমান শব্দের অর্থের যে বিস্তৃতি ঘটেছে ইংরেজিতে তাকে Faith, Religion কিংবা Belief বলা হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে আমরা Belief শব্দকেই ইমানের প্রতিশব্দ মনে করব।

ইলম ও ইমানের মধ্যে সম্পর্ক

হাদিসে ইলম ও ইমানকে একই অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বাবস্থায় শব্দদ্বয়ের মাঝে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এর কারণ সুস্পষ্ট; কেননা এ দুটোই স্রষ্টা, মানুষ, প্রকৃতি ও সমাজ সম্পর্কে কথা বলে। আর এজন্যই ইলমের প্রতি আহ্বানকারী ও ইমানের প্রতি আহ্বানকারীর মাঝে সর্বদাই একটি সম্পর্ক রয়েছে। সম্পর্কটি হয় কখনো সর্বসম্মত। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে তা হয় মতদ্বৈতাপূর্ণ। তবে কোনো সম্পর্ক স্থায়ী হয় না। সুতরাং ইমানের প্রতি আহ্বানকারীবৃন্দ বিষয়বস্তুর আলোকে অবস্থাভেদে নিজেদেরকে উপস্থাপন করে। আর ইলমের প্রতি আহ্বানকারীবৃন্দ তাদের মূলভিত্তির আলোকে নিজেদেরকে উপস্থাপন করে। আর আমাদের কাজ হচ্ছে – প্রত্যাশা করা যদি বিষয় দুটি একই রূপ না হয় তবে তাদের একটি হবে হাকিকতের কাছাকাছি যদিও হাকিকত তার জাত নয়। আর এজন্য যদি দুটো বিষয়ই এক না হয় তবে দুটোর একটি অনুসরণ করা অতি উত্তম হবে। আর দুটোর প্রত্যেকটির জন্য রয়েছে সত্য বিশ্বাসের ভিত্তিতে – মূল্যায়ন, নির্দেশ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যা হয়ে গেছে আর এবং ঘটবে তার জন্য পূর্ব সংকেত।

এদুয়ের প্রত্যেকেই তার দাবির স্বপক্ষে দলিল প্রত্যাশা করে এবং দুয়ের প্রত্যেকটি প্রত্যাশা করে যে, মানুষ তার ধারণায় যা উপলব্ধি করে তৎপ্রতি প্রত্যাবর্তন করবে দলিলসহ। আর ধারণা বা উপলব্ধির থাকে মূল্যায়ন এবং প্রবল ধারণাই হয়ে থাকে তার ফলাফলের ভিত্তি।

এক্ষণে বিশেষায়িত বিষয় সর্বদাই এক ও অভিন্ন। অতি শিগগিরই আমরা এ সকল বহুল প্রচলিত অর্থের আলোকে ইমান ও ইলমের আহ্বানকারীদের মাঝে নানা জাতীয় সম্পর্ক দেখতে পাব। কেননা ওই সকল বহুল প্রচলিত অর্থ ইলমের সূচনাকে ইমানের সূচনা হতে পার্থক্য করে দেয়। সুতরাং সেখানে ঐক্যতার সম্পর্কের চেয়ে মতদ্বৈধতা ও বিতর্কের সম্পর্ক বেশি স্থায়ী ও শক্তিশালী হওয়া

www.pathagar.com

বিচিত্র নয়। আর এটা প্রায়শই আধুনিক জ্ঞান ধর্ম ও দর্শন এর ওপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে।

ইলমী অগ্রগণ্যতা ও ইমানী দাওয়াত

ইলমী অগ্রগণ্যতা যা সাম্প্রতিক শতাব্দীগুলোতে ইউরোপ প্রত্যক্ষ করেছে খৃষ্টধর্মের সমস্যা। এমনকি কতিপয় পণ্ডিত ও পাদ্রীদের মাঝে বিতর্ক প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে যা অত্যন্ত সুবিদিত, পুনরাবৃত্তিকৃত। এমনকি তারা বিতর্কে লিপ্ত দুটি বিবদমান গ্রুপে পরিণত হয়েছে। ফলে দু'গ্রুপের একটির বিজয় অন্য গ্রুপের পরাজয় ও অইমানস্বরূপ হয়েছে, সন্তুষ্ট হয়েছে কিংবা অস্বীকার করেছে, ঐক্যমত পোষণ করেছে কিংবা মতবিরোধ করেছে। আর প্রতিষ্ঠিত ইলম অর্জনের উপকরণ হয়েছে উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষকরণ। আর সেটিই বর্তমান যুগের মানুষদের নিকট স্বীকৃত পন্থা। আর প্রশমিত হয়েছে অন্যান্য উপকরণ। যেমন ধর্মীয় প্রভাব কিংবা ধর্মীয় প্রভাব ও অন্যান্য উপকরণের সংমিশ্রণ। চাই তা হোক ইলমী তথা জ্ঞানগত কিংবা হিস্‌সী তথা উপলব্ধিগত। ইলমী আলোচনার উপকরণ তার ঘটনাবলী তার বক্তব্যসমূহ গ্রহণে উপলব্ধিগত ফলাফল অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে। আর এটা মানুষকে ইলম ও তাদের দাবিসমূহে ও পদ্ধতিসমূহে জ্ঞানগত সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী করে তোলে এবং ঠুনকো ইমানী ঘটনাবলী তাকে সাহায্য করে। যেমন ওই সব লোক তা ধারণা করে ওই সকল ঘটনার প্রত্যক্ষকরণ, অভিজ্ঞতা, অধিক জ্ঞান ও অনুভূতির বিষয়ে।

আর ওই শতাব্দী ইউরোপীয়দের সম্প্রসারণ তাদের অবাধ্যতা ও শত্রুতা বিস্তারের শতাব্দী। ফলে সেনাবাহিনী তাদের দেশে গির্জার ওপরে জ্ঞানের বিজয়ের লক্ষ্যে আক্রমণ চালিয়েছে যেন বিজয়কে দুর্বলদের ওপর নিশ্চিত করতে পারে যে তারা কোথায় ছিল? কেমন ছিল তাদের আকিদা? ফলশ্রুতিতে গির্জার অধিবাসী ও জ্ঞানচর্চাকারীদের মাঝে দ্বীন ও ইলম বিষয়ের বিতর্ক সুস্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করল। আর বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন, রাষ্ট্রায়াত্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, আসমান ও জমিনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় আবিষ্কারের দর্শন থেকে গির্জাবাসীরা দূরে সরে পড়ল। এটা মূলত দ্বীন থেকে সরে পড়ারই শামিল ছিল। বিভিন্ন বিষয়ে গির্জার অবস্থান ও দাবি এবং সে বিষয়ে ইসলামের মূলনীতি সকল বিষয়ের শেষকথা দ্বীন। আর ইলম দ্বীনের ওপর বিজয়ী হয়েছে।

www.pathagar.com

ইসলামি তাফসির ও দ্বীনি তাফসির

কিন্তু যদি এখানে থাকত এমন পণ্ডিত যারা প্রকৃতির গঠন ও তার বিশেষত্ব গবেষণায় বিশেষজ্ঞ তবে তারা হতো জ্ঞানফলক উন্মোচনের ক্ষেত্রে বর্শাফলকের মাথার ন্যায়। কেননা, এখানে পৃথিবী সম্পর্কে বিজ্ঞানময় প্রকাশের সূচনা থেকে দৃষ্টিভঙ্গি ও দার্শনিক তৈরিকরণে এবং সে জ্ঞানফলকের উন্মোচনে উপকারী পঠন উদ্ভাবনে বর্শাফলকের তীক্ষ্ণতা সম্পন্ন অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ও দার্শনিক রয়েছে। আর বস্তুবাদী দর্শন জ্ঞানের উন্মোচনকে ভুলিয়ে দিতে তৎপর থাকে। সে এতদ্বিষয়ে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাফসির উপস্থাপন করে যা দ্বীনি তাফসিরসমূহের বিকল্প হতে পারে। যা অবস্থান করে খুঁটির একপাশে সেখান থেকে গির্জার সেবকদের শ্রুশ্রূষা করে যাদের অধিকাংশই জ্ঞানী। তাদের এ অসুস্থতা আক্রমণ করেছে তাদের সেনাসংখ্যা কমে যাওয়া ও সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর।

ইলম ও ইমানের মধ্যে পার্থক্য সূচনাকারী আহ্বান

কোনো কিছুর উদ্ভাবন প্রচেষ্টাই চূড়ান্ত ইলম ও বক্তব্যকে সংরক্ষণ করে। যেমন আত্মমর্যাদাবোধ সৈন্যদেরকে সংরক্ষণ করে। আর যারা দুর্বল প্রকৃতির তাদের- কে সহজ করে দেয়। সেটাই ইমানের সীমানা বিধ্বংসকারী। আর যারা ধর্মীয় পণ্ডিতদের দ্বীন বহির্ভূত কিছু করতে দেখেই তা নিজের ওপর বর্তিয়ে নিয়ে কঠিন করে ফেলে। তাদের জন্য হাল্কা করে দেয়। এমন পরিস্থিতিতে আমরা একটি অনবদ্য সমীকরণে উপনীত হই। তাহলো প্রত্যেক বিষয়ের রয়েছে স্বতন্ত্র ক্ষেত্র আর সেখানে রয়েছে একজন নেতা, প্রশাসক ও সুলতান। হতে পারে তা আল্লাহ কিংবা অন্য কেউ। সুতরাং ধর্মবিশারদবৃন্দ ঘটনার অন্তরালে উপবেশন করে থাকেন, তাদের কিছুই করার থাকে না। আর পণ্ডিতবৃন্দ বিশেষ বিশেষ দিবসে আগমন করেন এবং শ্রবণ করতে থাকেন কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে পারেন না।

আর সেই অনবদ্য সমীকরণের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে ব্যাখ্যাবলীর যা লব্ধ ধারণাসমূহের চিকিৎসা করে। বিশেষত ওই পণ্ডিত গোষ্ঠীর যারা বুঝে না এবং তাদের যারা দেখে না। আর ব্যাখ্যা হলো জ্ঞানের পদ্ধতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়ে যা ইমানী বিষয়াবলীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আর এ পদ্ধতি কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় এমনভাবে সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত যাতে তা প্রতিটি বিষয় বুদ্ধিবৃত্তিক পরিধি থেকে বের হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

সুতরাং যখন কোনো ঘটনা তার গভীরতা সম্পর্কে সহযোগিতা করে তখনই তাকে ওই বিষয়ের গভীরতায় প্রবেশ করতে হয়। হতে পারে সেটি পরীক্ষণ উপযোগী, মনো উপলব্ধি ভুক্ত। যেটিকে আমরা অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি যে অবশ্যই তা সত্য কিংবা সত্যের সম্ভাবনাযুক্ত কিংবা গ্রহণযোগ্য।

এটিই হচ্ছে- এমন বিশেষ গুণাবলী যা যে কোনো ঘটনাকে ইলমের পরিধি থেকে বের করে দিয়ে মানবানুভূতির অগণ্য বিষয়ের কথা বলে। এভাবেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যায় এবং ইলম ও ইমানের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয়ে যায়। এটি আসলে এটি দীর্ঘ গল্প যার বিস্তারিত অবতারণার কোনো অবকাশ নেই।

দাবত তথা শক্তি ও অগ্রগণ্যতা

সাথীদের নিকটে ফিরবার উপকরণ : প্রায়শই ওই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই ইমান ও ইলমের মাঝে প্রচলিত অর্থে চিন্তাশীল ব্যক্তির দ্বীন হয়ে যায়। যদিও বিষয় দুটি প্রতিবন্ধক নয়। ফলে তা শুধু ইমানেরই মাথা কর্তন করে না। বরং তা ইলমী বিষয়াবলীরও মাথা কর্তন করে। এমনকি বিধিবদ্ধ ইলমেরও মাথা কর্তন করে। সুতরাং ভবিষ্যতে বিধিবদ্ধ ইলমের মাথা বৈ আর কিছু পাওয়া যাবে না। যদিও অতীত ও বর্তমানে তার লেজ অবশিষ্ট রয়েছে। আর এই মাথা অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির অবদানে বশিভুত হবে না। যেমনটি খণ্ডিত বিষয়াদি বশীভূত হয়ে থাকে। এছাড়াও এ বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনার সূচনা মাত্র। আর এই বিষয়ের আলোচনা ও গবেষণা দর্শনের পাঠাগারকেও কানায় কানায় পূর্ণ করে দেয়।

দ্বিতীয়ত : ইলমি অগ্রগণ্যতা প্রকাশিত হয়ে থাকে আবিষ্কারের মাধ্যমে। যাকে বাস্তব জ্ঞান মনে করা হয়। অনুরূপভাবে এটা উদ্ভাসিত হয় দীর্ঘ ব্যবহারিক, তাত্ত্বিক ও অতিপঠনের মাধ্যমে, গবেষণার উপকরণের মাধ্যমে। কিন্তু উপযুক্ত বাস্তব জ্ঞান এবং উক্ত উপকরণাদি সেগুলোতো চিন্তার ময়দানের সশস্ত্র উপকরণ যা ইমানী যোদ্ধার ললাটে লিপিবদ্ধ থাকে। তাই যদি কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি এসব ছাড় দেয় তবে সে দুর্বলদেরকে হামলা করবে কোন অস্ত্র দিয়ে? আর ইলমের এই পরিপূর্ণ বিকাশমানতাই হচ্ছে পৃথিবীর রীতি। চাই তা ইলমি ব্যাখ্যার মাধ্যমে হোক কিংবা অর্থ হৃদয়ঙ্গমের মাধ্যমে হোক। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে ইমানের সাথে ইলমের বিকাশমানতার সম্পর্ক কী? আমি বলব জ্ঞানী সম্প্রদায় একটি উপকরণকে অপর উপকরণের সাথে বিনিময় করে থাকে কিংবা বিচিত্র রূপ দিয়ে থাকে এবং তাকে নতুন নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ণ করে থাকে। তবে সে ক্ষেত্রে ইমানের বিষয়াবলীর

www.pathagar.com

ফায়দা কী? জবাবে বলা যায় যে সুদুর প্রসারী অর্থে ইমান ইলমী অগ্রগণ্যতার মাধ্যমেই অদৃশ্য বিষয়াদিকে প্রতিষ্ঠিত করে। আর অদৃশ্য বিষয় এর অনেক অর্থের একটি অর্থ হচ্ছে ইমানের বিশ্বাসের প্রাথমিক বিষয়াদি। যেমনটি ইলমী অগ্রগণ্যতা ইমানের মতবিরোধপূর্ণ বিষয় সমূহের সন্দেহ নিরসনে সহযোগিতা করে। আর সেটাই হচ্ছে সত্য এবং সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। আর এই বিশ্বাসী সম্প্রদায়গুলো মতবিরোধ করে বিভিন্ন বিষয় ও বক্তব্য নিয়ে। (আর সেগুলোর সঠিকতা জানা যাবে অতিশীঘ্রই কিয়ামত দিবসে।) সেদিন মহাবিজ্ঞ তাদেরকে খবর দেবেন সে বিষয়ে। (যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করে।) কিন্তু ইলমী অগ্রগণ্যতা এসব ক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করে যারা মুত্তাকি ও মুখলিস।

এটি একটি ব্যাপক ও বিন্যস্ত বিষয় আমি যার অতি গভীরে প্রবেশ করতে চাই না। কেননা, এখানে আমি ঝগড়া ও মতদ্বৈধতা এড়িয়ে চলতে চেয়েছি। বরং আমি আলোচনা করতে চেয়েছি সম্পর্ক নিয়ে যা ইলম ও ইমানের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিংবা হবে। আর আমি তেমন আলোচনায় প্রয়াসী যেমনটি কুরআনুল কারীম শব্দদ্বয়কে আলোচনা করেছে। আর আমার কাছে এ বিষয়টিকেই মৌলিক মনে হয়েছে। বিশেষত এদুয়ের মাঝে ওই সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে যা যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একত্রিত হয়েছে। যা বিচ্ছিন্ন হয়েছে আবার তা স্থায়ীত্ব লাভ করেছে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইলম

আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন সকল কিছু জানেন

ইসলাম হলো তাওহিদ তথা একত্ববাদের জীবন ব্যবস্থা – একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য (ইলাহ) নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই। সকল রাজত্ব এবং প্রশংসাগাথা তাঁরই এবং তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ এবং বিভিন্ন বিষয়ের স্বীকৃতি ব্যতীত কেউ মুসলমান হতে পারে না। আর কুরআনুল কারীম হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী যা তিনি তার বান্দা এবং সর্বশেষ রসুলের প্রতি ওহির মারফত প্রেরণ করেছেন এবং আল্লাহ্ তায়ালা এ কিতাবের সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তিনি বলেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

> আমিই এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণ করব (সুরা হিজর ১৫ : ৯)।

আল কুরআন সম্পর্কে মুসলমানদের কৌতূহল ও অনুসন্ধান বিষয়ে এটিই চূড়ান্ত কথা।

আল কুরআন ইলম বিষয়ক যে শিক্ষা আমাদের দিয়েছে তার প্রতি গভীর মনোনিবেশ করা ব্যতীত। ইলম ও ইমান বিষয়ক আলোচনা কখনোই সম্ভব নয়। আলীম বা মহাজ্ঞানী এটি আল্লাহর নামসমূহের মধ্য থেকে এটি। আর আলীম এটি আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহের মধ্য থেকে একটি এবং কুরআনের অসংখ্য আয়াত যেখানে ইলম সম্পর্কে বলা হয়েছে যার প্রত্যেকটি একটি অপরটির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ইলম এবং এর কুরআনিক ধারণা সম্পর্কে মাথায় অসংখ্য প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে পারে, ওই সকল আয়াতের প্রতি দৃষ্টির প্রত্যক্ষকরণ চলতে পারে এবং চোখ যা প্রত্যক্ষ করছে এবং উপলব্ধি করছে সে সম্পর্কে অন্তর বিভ্রান্ত হতে পারে। তবে যদি ওই সকল আয়াতের মর্মার্থ অতি আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয় তবে হেদায়াত ও রহমতের ভাণ্ডার উন্মোচিত হয়ে পড়বে। ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

আয়াতসমূহ নিম্নবর্ণিত :

وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِعَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিনের কর্তৃত্ব তো তাঁরই। অদৃশ্য ও দৃশ্য সব কিছু সম্বন্ধে তিনি পরিজ্ঞাত (সুরা আন'আম ৬ : ৭৩)।

ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

অতঃপর যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা তাঁর নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তিত করা হবে এবং তিনি তোমরা যা করতে, তা তোমাদের জানিয়ে দিবেন (সুরা তাওবা ৯ : ৯৪)।

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ

যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত; তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান (সুরা আর রা'দ : ১৩ – ৯)।

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, যারা শরিক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে (সুরা মু'মিনুন ২৩ : ১২)।

ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্য সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু (সুরা আস সাজদাহ ৩২ : ৬)।

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

(হে আল্লাহ) অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! তোমার বান্দারা যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, তুমি তাদের মধ্যে ফায়সালা করে থাক (সুরা জুমার – ৪৬)।

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَعَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِهُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ

www.pathagar.com

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা; তিনি দয়াময় পরম দয়ালু (সুরা হাশর ৫৯ : ২২)।

ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদের জানিয়ে দেওয়া হবে যা তোমরা করতে (সুরা জুমআ ৬২ : ৮)।

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (সুরা তাগাবুন ৬৪ : ১৮)।

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো বারংবার আমাদের একথা জানিয়ে দিয়েছে যে, মহান আল্লাহ তায়ালা অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক অবহিত, যেমন তিনি দৃশ্য বা প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত এবং এক্ষেত্রে সর্বদা প্রকাশ্যের পূর্বে অদৃশ্যের বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটা সম্ভবত সতর্কার্থে কিংবা জোর প্রদানার্থে করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। অনন্তর এ আয়াতগুলো আমাদের মস্তিষ্কে এ বিষয়টিকে অনুপ্রবেশ করিয়েছে যে, ইলম ও ইমানের অধ্যায়ে দৃশ্য ও অদৃশ্যের বিষয় দুটোর সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাতব্য দৃশ্য ও অদৃশ্য

এসব বিষয়াদি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা পর্যালোচনা রয়েছে। একে কেন্দ্র করে নানা প্রকার বুদ্ধিবাদী সম্প্রদায় ও রকমারি মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এ নিয়ে আলোচক ও গবেষকদের গুরুত্ব বিবেচনায় পঠন পাঠনে ব্যাপক কথাবার্তা ও চিন্তা চেতনার জন্ম হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন সকল কিছু জানেন শিরোনামে উল্লেখিত আয়াতসমূহে আমাদেরকে দৃশ্য-অদৃশ্য বিষয়ক আলোচনার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। অর্থাৎ মারিফাত বিষয়ক আলোচনা সূচনা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। আর দৃশ্য-অদৃশ্য বিষয়টি মারিফাতের বিষয় কিংবা উপলব্ধির বিষয়। আর তাঁর প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বিষয়টি জানাও উপলব্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। আর তিনি দৃশ্যমান বিষয় প্রত্যক্ষ করেন কুদরতিভাবে তাঁর সামনে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণে। আর অদৃশ্য বস্তু প্রচ্ছন্ন রাখেন সময়, স্থান, সৃষ্টির নিয়ম কিংবা স্রষ্টার ইচ্ছায়।

www.pathagar.com

সুতরাং বিষয় দুটো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে যা আমরা আল্লাহ তায়ালার ওহির আলোকে উদঘাটনের চেষ্টা করব। আয়াতসমূহে আমাদের জানিয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা প্রচ্ছন্ন বিষয়াদি জানেন যেমন তিনি প্রকাশ্য বিষয়াবলি জানেন এবং তিনি আমাদের সামনে প্রচ্ছন্ন তথা অদৃশ্যের বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। অতএব তাঁর ইচ্ছাই হলো ইচ্ছা। তিনিই প্রকৃতির স্রষ্টা, কোনো বস্তু সম্পর্কে কোনো পর্দা বা অন্তরায় তাঁর থেকে ওই জিনিসকে গোপন রাখতে পারে না।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ

তিনি বললেন : আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত করো বা গোপন রাখো আমি তাও জানি (সুরা বাকারা ২ : ৩৩)।

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ

এবং জেনে রাখো নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের মনোভাব জানেন। সুতরাং তাঁকে ভয় করো (সুরা বাকারা ২ : ২৩৫)।

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এ ব্যাখ্যা জানে না (সুরা আলে ইমরান ৩ : ৭)।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত (সুরা বাকারা ২ : ২৫৫)।

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছ। কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নই। তুমি তো অদৃশ্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত (সুরা মায়েদা : ৫ ১১৬)।

www.pathagar.com

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

আসমান ও জমিনে তিনিই আল্লাহ। তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তিনি জানেন এবং তোমরা যা অর্জন কর তাও তিনি অবগত আছেন (সুরা আন'আম ৬ : ৩)।

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

অদৃশ্যের কুঞ্জি তারই নিকট রয়েছে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত (সুরা আন'আম ৬ : ৫৯)।

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا

আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন। তিনি তো অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে (সুরা আন'ফাল ৮ : ৬৬)।

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

তারা কি জানত না যে, তাদের অন্তরের গোপন কথা ও তাদের গোপন পরামর্শ আল্লাহ অবশ্যই জানেন এবং যা অদৃশ্য তাও তিনি বিশেষভাবে জানেন (সুরা তাওবা ৯ : ৭৮)।

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ

প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন (সুরা আর রা'দ ১৩ : ৮)।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ

হে আমাদের রব! তুমি তো জানো যা আমরা গোপন করি ও যা প্রকাশ করি (সুরা ইব্রাহিম ১৪ : ৩৮)।

فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

সুতরাং তোমরা আল্লাহ তায়ালার সদৃশ্য স্থির করো না। আল্লাহ তায়ালা জানেন এবং তোমরা জানো না (সুরা নাহল ১৬ : ৭৪)।

www.pathagar.com

وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى

যদি তুমি উচ্চ কণ্ঠে কথা বলো, তবে তিনি তো যা গুপ্ত ও অব্যক্ত সকলই জানেন (সুরা ত্বহা ২০ : ৭)।

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ

তিনি জানেন যা কথায় ব্যক্ত হয় এবং যা তোমরা গোপন করো (সুরা আম্বিয়া ২১ : ১১০)।

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

প্রত্যেকেই জানেন তাঁর ইবাদতের ও পবিত্রতা ঘোষণার পদ্ধতি এবং তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত (সুরা নূর ২৪ : ৪১)।

فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

অতএব তাদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়, আমি তো জানি যা তারা গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে। (সুরা ইয়াসিন ৩৬ : ৭৬)।

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্পর্কে তিনি অবহিত (সুরা গাফির : ১৯)।

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন। তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি (সুরা ফাতহ ৪৮ : ১৮)।

فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا

অনন্তর আল্লাহ জানেন যা তোমরা জানো না, এছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক সদ্য বিজয় (সুরা ফাতহ ৪৮ : ২৭)।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ

www.pathagar.com

আমি তো জানি মৃত্তিকা ক্ষয় করে তাদের কতটুকু এবং আমার নিকট আছে সংরক্ষিত কিতাব (সুরা ক্বাফ ৫০ : ৪)।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ

আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি (সুরা ক্বাফ ৫০ : ১৬)।

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ

তিনি জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে (সুরা মুযযাম্মিল ৭৩ : ২০)

অদৃশ্য কখনোই আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিসীমার অদৃশ্য নয়, তাহলে এর উদ্দেশ্য কী? আয়াতসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিলে বুঝা যায় যে, মানুষ সর্বদা এ বাস্তবতাকে ভুলে থাকে এবং কখনো কখনো অদৃশ্যকে উপলব্ধি করার অপারগতাই তার সে বাস্তবতাকে ভুলে থাকার কারণ হয়ে যায়। কিন্তু আয়াতসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এটিই সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষ এটিও ভুলে যায় যে, সে অদৃশ্য ও প্রচ্ছন্ন বিষয় সম্পর্কে জানে না। সে কারণেই আয়াতসমূহ মানুষকে দুটি বাস্তবতার দিকে ফিরে আনে। প্রথমত তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা এবং সে অদৃশ্যের ব্যাপারে কিছু জানে না। দ্বিতীয়ত তাকে আরো স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তিনি একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অবস্থান করছেন। সকল জ্ঞানের আধার আল্লাহ তায়ালা। এক্ষেত্রে মানুষের কোন অংশ নেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

এবং তোমরা যা ভালোবাস সম্ভবত তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর, আল্লাহ জানেন তোমরা জানো না (সুরা বাকারা ২ : ২১৬)।

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন তোমরা জানো না (সুরা নূর ২৪ : ১৯)।

www.pathagar.com

ذٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

এটা তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রতম। আল্লাহ তায়ালা জানেন তোমরা জানো না (সুরা বাকারা ২ : ২৩২)।

সুতরাং অদৃশ্যের জ্ঞানই স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী। মানুষ তার জীবন ও কর্মের প্রতিটি দিক থেকেই এটি উপলব্ধি করতে পারে। আর এটিই তাওহীদ বিষয়ে চিরন্তন সতর্ক সংকেত। অথচ কুরানুল কারীম মানুষের জন্যও ইলমের স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনেশুনে সত্যকে গোপন করো না (সুরা বাকারা ২ : ৪২)।

لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো এবং গোপন করো অথচ তোমরা জান (সুরা আলে ইমরান ৩ : ৭১)?

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ

তোমার প্রতিপালক থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে আর যে অন্ধ তারা কি সমান (সুরা আর রা'দ ১৩ : ১৯)?

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ

এবং এজন্যও যে, যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রেরিত সত্য। অতঃপর তারা যেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে (সুরা হাজ্জ ২২ : ৫৪)।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন খুব বড় করে দেখা দেয়–

তাহলো মানুষ – কী জানে?

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষকরণের জ্ঞান

আল্লাহ তায়ালার জন্য এ প্রকার জ্ঞান স্বীকৃত এবং মানুষের জন্যও এ প্রকার জ্ঞান স্বীকৃত। এমন জ্ঞান মানুষের নেই মর্মে একটি আয়াতও উপস্থাপন করা যাবে না। বরং আয়াত প্রত্যক্ষকরণ জ্ঞানের সম্ভাব্যতার কথাই বলে থাকে। সুতরাং কোনো বিষয়, ঘটনা কিংবা কোনো জিনিসের প্রত্যক্ষকারী মানুষ (তা) জানে। আর প্রত্যক্ষিত ওই সকল জিনিসই মানুষের দিক বিবেচনায় জ্ঞানের প্রধানতম উৎস। অনুভবকারী তথা কর্তার বিবেচনায় এটিই হচ্ছে প্রত্যক্ষকরণ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা। ওই সমস্ত আয়াত যেগুলোতে মানুষের ইলমের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ

ফলে তা থেকে বারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হলো। প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানীয়স্থান চিনে নিলো (সুরা বাকারা ২ : ৬০)।

ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنطِقُونَ

অতঃপর তাদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং তারা বলল, তুমি তো জানোই যে, এরা কথা বলে না (সুরা আম্বিয়া ২১ : ৬৫)।

وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

এবং তার মনজিল নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বৎসর গণনা করতে পারো ও সময়ের হিসাব জানতে পারো (সুরা ইউনুস ১০ : ৫)।

نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا

আমরা চাই যে, তা থেকে কিছু খাব ও আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করবে। আর আমরা জানতে চাই যে, তুমি আমাদেরকে সত্য বলেছ (সুরা মায়েদা ৫ : ১১৩)।

ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

www.pathagar.com

অতঃপর তাদের ডাক দাও, তারা দ্রুতগতিতে তোমার কাছে চলে আসবে। জেনে রাখো আল্লাহ তায়ালা প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় (সুরা বাকারা ২ : ২৬০)।

ইলমের এ অর্থকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ইমাম শাফেয়ী বলেছেন ... ইলম তিন প্রকারের হতে পারে, তন্মধ্যে একটি হলো দ্রষ্টা যা প্রত্যক্ষ করে। ফলে সেটি হয় –প্রত্যক্ষিত...।

এর ব্যাখ্যা এমন হতে পারে ।

১. আমি ইলমের- এ অর্থের বিরোধিতাকারী একটি আয়াতও খুঁজে পাইনি একটি আয়াত ব্যতীত আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে (সুরা নূর ২৪ : ৩১)।

আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ হলো যে, জমিনে পা ফেলা পায়ের অলঙ্কারের শব্দ শোনা যাওয়ার কারণ। কিন্তু আয়াতের ভাষ্য হলো যে, পদক্ষেপ গ্রহণ সৌন্দর্য জানতে পারার কারণ। অর্থাৎ পদালঙ্কার ও ইত্যাদির সৌন্দর্য। ফলে আমি তাফসির গ্রন্থসমূহের মুখাপেক্ষী হলাম এবং লক্ষ্য করলাম, ইমাম জামাখশারী সাইয়্যেদ কুতুব ও মারাগী বলেন যে, পদক্ষেপ গ্রহণই পদালঙ্কারের শব্দ শ্রবণের কারণ। এমতাবস্থায় তাদের তাফসির ইলমের ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তার সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু ইমাম তিবরিযি ও খাজেন বলেন, – হজরত কাতাদা ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণনা করে বলেন, নারীরা তাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করে যেন তাদের পদালঙ্কারের ঝনঝনানি শোনা যায়। সে জন্যই তাদের এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো নারীরা যখন হাঁটতে যাবে তখন তারা এমনভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না যাতে পদালঙ্কার সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে কিংবা তার শব্দ শোনা যায়।

তারা তাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না যাতে তাদের পদালঙ্কারের শব্দ শোনা যায় কিংবা পদালঙ্কার স্পষ্ট হয়ে পড়ে বা দেখা যায়। এজন্য তাদেরকে এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ইমাম তাবারি থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

এর অর্থ হলো তারা যখন বাইরে বেরুবে তখন তারা পদদ্বয়কে অলঙ্কার সজ্জিত করবে না কিংবা তাদের সাথে যারা পথ চলে তাদেরকে জানানোর উদ্দেশ্যে নড়াচড়া করবে না। মুফাস্‌সিরবৃন্দ এমন সব ব্যাখ্যাই করেছেন যা আমরা উল্লেখ করেছি। বর্ণিত আছে – হাদরামী বলেন, এক মহিলা রৌপ্যের অলঙ্কার পরিধান করল এবং আরো কিছু অলঙ্কারে সজ্জিত হলো। এরপর সে কতিপয় লোকজনের সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করল এমতাবস্থায় তার অলঙ্কারের ঠোকাঠুকিতে এক জাতীয় শব্দের সৃষ্টি হলে তখনই উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আবু মালেক থেকে বর্ণিত তিনি বলেন – আয়াতটির প্রেক্ষাপট হচ্ছে জাহেলি যুগের নারীরা পায়ে এক ধরনের অলঙ্কার পরত। ফলে তারা যখন কোনো মজলিসের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা তাদের গোপনীয়তা প্রকাশার্থে তারা পদদ্বয় সঞ্চালন করত।

ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আয়াতের অর্থ হচ্ছে – পথ চলাকালীন তাদের পায়ের অলঙ্কারের ঠোকাঠুকি লাগত এজন্যই আল্লাহ তায়ালা এ থেকে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা শয়তানের কাজ।

কাতাদা এ আয়াত প্রসঙ্গে বলেন : তাদের পায়ের শব্দটি মূলত তাদের অলঙ্কারের শব্দ – সে কারণেই আল্লাহ তাদেরকে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন যাতে ওই জাতীয় শব্দ শোনা যায়।

মোটকথা হলো – মানুষ যা জানতে পারে যে সম্পর্কে জামাখশারী, সাইয়্যেদ কুতুব, মারাগী প্রমুখরা মনে করেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অলঙ্কারের শব্দ আর তিবরিজি ও খাযেন এ সম্পর্কে উদ্ধৃত করেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো স্বয়ং অলঙ্কার। আর তাবারি বিভিন্ন রকমের বর্ণনা উল্লেখ করেন এবং তার প্রবল ধারণা মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অলঙ্কারের শব্দ إذا مشين أو حركتهن علم الناس এর ব্যাখ্যায় এতটুকু বক্তব্যই যথেষ্ট।

আর আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, যে জিনিস দেখা যায় কিংবা প্রত্যক্ষ করা যায় সেটা সম্পর্কে জানা যায় তথা ইলম অর্জন করা যায়। অর্থাৎ আয়াতের তাফসির হলো যে

www.pathagar.com

তারা তাদের গোপনীয় অলঙ্কারসমূহ প্রকাশ করবে না শুধুমাত্র অলঙ্কারের শব্দ শোনা না গেলেই চলবে না। এটিই তাদের জন্য সহজতর। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। এটি আল্লামা জামাখশারীর বক্তব্যকেও সমর্থন করে – কারণ তিনি মনে করেন অলঙ্কারের শব্দ এখানে মূল আলোচ্য বিষয়। আর এর সর্বশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে অলঙ্কার পরিধানের স্থান। কেননা, অলঙ্কার যদি পায়ের গোছা কিংবা হাতে পরিধান করা না হয় তবে তা প্রকাশ করা তো হারাম নয়।

এসব আলোচনার সারকথা হলো – মানুষ যা দেখে ও প্রত্যক্ষ করে তাই সে জানতে পারে তথা সে সম্পর্কে তার ইলম অর্জন হয়। শেষকথা হলো প্রত্যক্ষিত জিনিসই ইলমের প্রথম বিষয়বস্তু।

সংবাদ এবং ইলম বিষয়ে সংবাদের স্থান

আয়াত আমাদের এ বিষয়ে সংবাদ প্রদান করেছে যে, কুরআন এবং হাদিসের সংবাদও ইলম। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

তোমার কাছে সুস্পষ্ট ইলম আসার পরেও যদি তুমি তাদের প্রকৃতির অনুসরণ করো তবে আল্লাহর বিপক্ষে তোমার কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না (সুরা বাকারা ২ : ১২০)।

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ

তোমার কাছে সুস্পষ্ট ইলম আসার পরেও যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো তবে তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে (সুরা বাকারা ২ : ১৪৫)।

আর রসুলদের প্রতি প্রদত্ত ওহি সর্বদাই ইলম। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

অনন্তর তিনি যখন পরিণত বয়সে উপনীত হলেন তখন আমরা তাকে হিকমাত ও ইলম প্রদান করলাম (সুরা ইউসুফ ১২ : ২২)।

يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ

www.pathagar.com

হে পিতা! আমার কাছে এমন ইলম এসেছে যা আপনার কাছে আসেনি (সুরা মারইয়াম ১৯ : ৩৪)।

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا

আর আমরা দাউদ ও সুলাইমানকে ইলম প্রদান করেছি (সুরা নামল ২৭ : ১৫)

ইমাম শাফেয়ী রহ. কুরআন ও সুন্নাহর সংবাদকে প্রত্যক্ষকরণ জ্ঞান মনে করেন। তিনি বলেন, কুরআন ও সুন্নাহর সংবাদ হলো প্রত্যক্ষকরণ জ্ঞানের মতো যেখানে মুজতাহিদ পৌঁছাতে পারে। যেমন গৃহ, যে গৃহের বাইরে থাকে সেও গৃহে পৌঁছাতে পারে।

আর কুরআন সুন্নাহর সংবাদ এমন বাণী বা কথা যা কান শুনে থাকে। কেননা ইলমের বিষয়বস্তু হতে পারে যে কথা সেটাতো প্রত্যক্ষণযোগ্য ও চাক্ষুষ। ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটাই যে কুরআন সুন্নাহর সংবাদ প্রত্যক্ষণের মতোই। আর সংবাদ (খবর) এর মর্মার্থও প্রত্যক্ষণের মতোই। কেননা তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে গৃহের সাথে। খুব শিগগিরই খবর ও খবরের মর্মার্থের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যখন আমরা ইমান ও ইলম সংক্রান্ত আলোচনা পূর্ণ করব।

আর মানুষ যা প্রত্যক্ষ করে তাই সে জানে। আর সে ঐশীর মাধ্যমে প্রাপ্ত কুরআন ও সুন্নাহর সংবাদ জানে। কিন্তু সংবাদ কখনোই ইলম হতে পারে না যতক্ষণ না তা কোনো বক্তার মুখে সামনাসামনি শোনা যায় এবং এতে শুধুমাত্র শ্রোতার ইলম অর্জিত হয়।

এটিই ইসলামি চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে রাবীর পরিচিতি ও সনদের গুরুত্বকে সুস্পষ্ট করে দেয়।

সুতরাং আমরা একথা বলতে পারি যে, ইলমের সংশ্লিষ্টতা হতে হবে কোনো বিষয়, কোনো ঘটনা কিংবা বিষয় ও ঘটনার পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে। অনুরূপভাবে ইলম কোনো শব্দের সাথেও সংশ্লিষ্ট হতে পারে। তাহলে ইলমের শর্ত হলো যে, তা কোনো বিষয়, ঘটনা কিংবা ঘটনার পারস্পরিকতা যাই হোক না কেন তা প্রত্যক্ষণযোগ্য হতে হবে। আর যদি তা শব্দ হয় তবে তার জ্ঞান লাভকারীর জন্য শ্রবণযোগ্য হতে হবে।

এ কারণেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত

www.pathagar.com

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

এ আয়াতের তাফসিরে বলেন, যে নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তারা তাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবে, অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে তাদের উত্তম কার্যাবলি জানিয়ে দিবেন। ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন, মুসলমানরা আল্লাহর দৃষ্টিতে তিন রকমের, সাহাবি, তাবেয়ি ও মুসলিম নেতৃবৃন্দ যাদের সবাই আখিরাতে আল্লাহ তায়ালাকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবেন। অথচ দুনিয়াতে তাদের কেউই আল্লাহকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেনি।

ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, কুরানের আয়াত

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

না অবশ্যই তারা সেদিন তাদের প্রতিপালক থেকে অন্তরিত থাকবে (সুরা মুতাফফিফীন ৮৩ : ১৫)।

এ আয়াতের অর্থ হলো যখন তাদের সামনে ক্রোধের দেয়াল এসে পড়বে। আল্লাহ তায়ালার এ বাণী এ কথাই প্রমাণ করে যে, তাদের রব সন্তুষ্ট থাকলে তারা তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারত।

বিশ্লেষণধর্মী ঘটনা বা বিষয়

স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা জ্ঞান এবং কুরআন সুন্নাহর সংবাদ তথা বিবৃতি দুটোই মানুষের বোধগম্য তথ্যের অন্তর্ভুক্ত। উভয় সম্পর্কে আমাদের আলোচনা ওই দুটো নয় বরং অন্য ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ইমাম শাফেয়ী বয়ান অধ্যায়ে বলেন : আল্লাহ তায়ালা তামাত্তু হজকারী সম্পর্কে বলেছেন :

فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ .

আর তোমাদের মধ্যে যারা হজ ও ওমরাহ একত্রে একই সাথে পালন করতে চাও, তবে যা কিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কুরবানি করাই তার উপর কর্তব্য, বস্তুত যারা কুরবানির পশু পাবে না, তারা হজের

www.pathagar.com

দিনগুলোর মধ্যে রোজা রাখবে তিনটি আর সাতটি রোজা রাখবে ফিরে যাওয়ার পর। এভাবে দশটি রোজা পূর্ণ হয়ে যাবে (সুরা বাকারা ২ : ১৯৬)।

আয়াতে ইমাম শাফেয়ীর উদ্দেশ্য تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

আয়াতাংশটুকু এ সম্ভাবনা রাখে যে বর্ণনায় অতিরঞ্জন হয়ে থাকবে। আবার এ সম্ভাবনাও রাখে যে, তাদের এটা জানিয়ে দেওয়া হলো যে, তিনটি যদি সাতটির সাথে মিলিত হয় তবে পূর্ণ দশটি হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী বলেন, এ কথার দৃষ্টান্ত অন্য আয়াতেও রয়েছে। অতঃপর পরিশেষে তিনি উল্লেখ করেন বিষয়গুলোর মধ্যে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ হচ্ছে সার্বিক সংখ্যা বর্ণনায় বৃদ্ধিকরণ, কেননা তারা সর্বদাই সংখ্যা দুটো এবং এর একত্রিকরণ উভয়টিই জানতো, কিন্তু আমরা বলছি এ ইলম যদি কুরআনের মর্মার্থের অংশ হয় তবে অবশ্যই তা প্রত্যক্ষের জ্ঞান কিংবা কুরআন সুন্নাহর বিবৃতির অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু জরুরি বিষয় হচ্ছে যদি তা বিবৃতির মধ্যে না আসে তা ইলমের পরিসীমার বাইরে চলে যাবে। সেজন্যই আল্লাহ তায়ালার বক্তব্য যে, তিন যখন সাতের সাথে মিলিত হয় তখন পূর্ণ দশ হয়ে যায় ইলমের পরিধির দিক দিয়ে। খুব শিগগিরই এটা এবং সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলো বিশ্লেষণধর্মী বিষয়াবলির ক্ষেত্রে ইজতিহাদের বন্দরে রূপান্তরিত হবে। এতদসত্ত্বেও যে, আরবরা সংখ্যা দুটো ও তার একত্রিকরণ সম্পর্কে জানত। যেমন ইমাম শাফেয়ী বলেন, তবে হ্যাঁ নিশ্চয় এটা ইলম হয়েছে এ ব্যাপারে বিবৃতি আসবার পরেই। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যে, কতিপয় এমন বিষয়াবলি যার পরিচিতি, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার কিংবা ধর্মীয় উত্তরাধিকার রয়েছে সেটা ইলম এ রূপান্তরিত হয়েছে যখন তার বিবৃতি কুরআন ও সুন্নাহতে এসেছে। এর দৃষ্টান্ত আল্লাহর বাণী :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ

অর্থাৎ – নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার বিধানে আল্লাহ তায়ালার নিকট গণনায় মাস বারটি (সুরা তাওবা ৯ : ৯)।

জ্ঞানের পরিধি

প্রকাশ্য ও প্রছন্ন বিষয়ের জ্ঞাতা আল্লাহ তায়ালা সকল কিছু বেষ্টন করে আছেন তথা সকল কিছুই তাঁর অবগতির মধ্যে রয়েছে। বিভিন্ন আয়াত আমাদের সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সকল বিষয় তার জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

www.pathagar.com

أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ

জেনে রাখো, তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতকারে সন্দিহান, জেনে রাখো সব কিছুকে আল্লাহ পরিবেষ্টন করে আছেন (সুরা ফুচ্ছিলাত : ৫৪)।

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

এবং জ্ঞানে আল্লাহ তায়ালা সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন (সুরা তালাক ৬৫ : ১২)।

আর মানুষের জন্য কোনো বিষয়ে পূর্ণ অবগতি কিংবা জ্ঞানে বেষ্টন করে থাকা সম্ভব নয় আল্লাহর মর্জি ব্যতীত

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

তিনি যা ইচ্ছে করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না (সুরা বাকারা ২ : ২৫৫)।

ইমাম শাফেয়ীর 'রিসালা' থেকে এতদসম্পর্কিত কিয়দংশ উদ্বৃত করলে এ বিষয়ে একটা ধারণা লাভ করা যেতে পারে। তিনি উল্লেখ করেছেন :

১৩২৮ – আর ইলমের পূর্ণ অবগতি যা আল্লাহর বিধান ও রসুলের সুন্নাহর ভাষ্যে বর্তমান ছিল – যা এক গ্রুপ অপর গ্রুপ থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ দুটি বিষয় যেটাকে হালাল ঘোষণা করবে তা হালাল আর যেটাকে হারাম ঘোষণা করবে তা হারাম। এ বিষয়ে অজ্ঞতার কোনো সুযোগ নেই এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৩৩০ – আর সুন্নাহর বিশেষ ইলম শুধুমাত্র আলিমরাই অবগত থাকেন অন্যরা এ জাতীয় ইলম জানতে পারেন না। বরং এ জাতীয় ইলম শুধু আলিম কিংবা তাঁদের কতিপয়ের জন্যই নির্ধারিত। যেহেতু তা রসুল সা. হতে বর্ণনাকারীর মাধ্যমে এসে থাকে। আর আলিম সম্প্রদায়ের জন্য এটা অপরিহার্য যে, তারাই এ জাতীয় ইলমের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। এটিই প্রকাশিত সত্য, যেমন দুজন স্বাক্ষীর সামনে হত্যা করা। এটা প্রকাশ্য সত্য। যদিও সাক্ষীদ্বয়ের ভুল করার সম্ভাবনা আছে।

www.pathagar.com

১৩৩১ – ইজমার ইলম।

১৩৩২ – কিয়াসের মাধ্যমে অর্জিত ইজতিহাদী ইলম। ইজতিহাদ হলো – সত্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা। সুতরাং এটিও সত্য – ধারণাকারীর (কিয়াসকারী) নিকট প্রকাশ্য, সাধারণভাবে আলিমদের সকলের নিকটে নয়। কেননা, উক্ত বিষয়ে সে কিছুই জানে না – আল্লাহ ব্যতীত।

অতঃপর ইমাম শাফেয়ী তার ব্যাখ্যায় ইলমের পূর্ণ অবগতি ও প্রকাশ্য ইলমের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন :

১৩৩৫ – আমি যতদূর জানতে পেরেছি ইলম দু'প্রকার। প্রথমত কোনো বিষয়ে প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন উভয় দিক থেকে অবগতি, দ্বিতীয়ত শুধুমাত্র প্রকাশ্য দিক থেকে অবগতি তাহলে আমরা কী জানতে পারি?

১৩৩৬ – আমি তাকে বললাম, যদি আমরা মসজিদে হারামে অবস্থান করি তাহলে কি আমরা কাবাকে দেখতে পাব? এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কী? কাবাকে ঠিক বরাবর কিবলা করার ব্যাপারে আমরা বাধ্য কি না?

১৩৩৭ - তিনি বললেন, হ্যাঁ।

১৩৩৮ – আমি বললাম, আর আমাদের ওপর সালাত, যাকাত, হজ ইত্যাদি ফরজ করা হয়েছে। এসব বিষয় ঠিক যেভাবে আমাদের কাছে এসেছে ওই ভাবেই সম্পাদন করতে বাধ্য কি না?

১৩৩৯ – তিনি বললেন, হ্যাঁ।

১৩৪০ – আমি বললাম, যখন আমাদের ওপর ফরজ হয়েছে ব্যভিচারীকে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে, অপবাদদাতাকে আশি বেত্রাঘাত করতে হবে। ইসলাম গ্রহণ করার পর কুফরিতে নিমজ্জিত হলে তাকে হত্যা করতে হবে। চুরি করলে হাত কেটে দিতে হবে ইত্যাদি। এসব বিষয় যার ওপর বর্তাবে তাকে অনুরূপ শাস্তি দিতে আমরা বাধ্য কি না?

১৩৪১ – তিনি বললেন, হ্যাঁ।

১৩৪২ –আমি বললাম, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমরা ও অন্যরা তো সমদায়িত্ববান। যেহেতু আমরা উক্ত বিষয়ে অবহিত হতাম যা অন্যরা অবহিত হত না। আর অন্যরা তো তা প্রত্যক্ষ ইলম অর্জন করতে পারে না। যেমনটি প্রত্যক্ষ ইলম আমরা অর্জন করি।

www.pathagar.com

১৩৪৩ – তিনি বললেন, হ্যাঁ।

১৩৪৪ – আমি বললাম, আমরা যেখানেই থাকি সেখানেই কি কেবলা অভিমুখী হওয়া অত্যাবশ্যক?

১৩৪৫ – তিনি বললেন, হ্যাঁ।

১৩৪৬ – আমি বললাম, আমরা কেবলা অভিমুখী হলে কাবার বরাবর হতে পারব বলে কি আপনি মনে করেন?

১৩৪৭ – তিনি বললেন, তোমরা যেমন দেখতে পাও আমিও তেমনই দেখি এর ব্যতিক্রম নয়। আর তোমরা তোমাদের দায়িত্ব পালন করলে।

১৩৪৮ – আমি বললাম, আর তিনিই তো সেই সত্ত্বা যিনি আমাদেরকে অদৃশ্য বিষয় অনুসন্ধানে বাধ্য করেছেন অথচ তিনি প্রত্যক্ষিত বিষয় অনুসন্ধানে বাধ্য করেননি?

১৩৪৯ – তিনি বললেন, হ্যাঁ।

১৩৫০ – আমি বললাম, অনুরূপভাবে তো আমরা কোনো ব্যক্তি থেকে আমাদের সামনে যা প্রকাশিত হয় তার ভিত্তিতে সমতা বিধান করতে বাধ্য থাকি? বিশেষ করে তাকে বিবাহ দিতে, উত্তরাধিকারী বানাতে?

১৩৫১ – তিনি বললেন, হ্যাঁ।

১৩৫২ – আমি বললাম, কখনো কখনো তো গোপন বিষয় অসমও হতে পারে?

১৩৫৩ – তিনি বললেন, এ ব্যাপারে এমনটি হতে পারে। কিন্তু তোমরা শুধুমাত্র প্রকাশ্য ব্যাপারে বাধ্য বা দায়িত্বশীল, প্রচ্ছন্ন বিষয়ে নয়।

১৩৫৪ – আমি বললাম, আমাদের জন্য বৈধ হলো যে, তাকে বিবাহ দিব, তাকে উত্তরাধিকার বানাব, তার স্বাক্ষীর স্বীকৃতি দিব ইত্যাদি। আর প্রকাশ্যভাবে তার রক্ত আমাদের জন্য অবৈধ? আর অন্যদের জন্য অবৈধ হলো যে, তাকে কাফির জানলে তাকে হত্যা করবে, তাকে বিবাহ দিতে পারবে না, উত্তরাধিকার বানাতে পারবে না যা আমরা পারি?

১৩৫৫ – তিনি বললেন, হ্যাঁ।

১৩৫৬ – আমি বললাম, কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে আমাদের জানা ও না জানার ভিত্তিতে তো বাধ্যবাধকতা বিভিন্ন রূপ হয়ে থাকে?

www.pathagar.com

১৩৫৭ – তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমাদের প্রত্যেকেই তার ইলমের ভিত্তিতেই তার দায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে।

১৩৫৮ – আমি বললাম, অনুরূপভাবে যে বিষয়ে বাধ্যবাধকতার কোনো ভাষ্য নেই, সে ব্যাপারে আমরা বলতে পারি যে, সেক্ষেত্রে আমরা ইজতিহাদ করব ও কিয়াস করব এবং সে বিষয়ে আমাদের কাছে যা সত্য বলে প্রতিভাত হবে আমরা তাই করতে বাধ্য থাকব।

এমনিভাবে ইমাম শাফেয়ী রহ. তার প্রকাশ্য ইলম ও পূর্ণ ইলমের পার্থক্য বিষয়ক বর্ণনা অব্যাহত রেখেছেন –

১৩৬৮ – আমি বললাম, তুমি কি আমাকে দেখ না যে, আমি দুভাবে সত্যকে সম্পন্ন করে থাকি। এক. প্রকাশ্যে ও প্রচ্ছন্ন উভয় দিক থেকে। দুই. শুধুমাত্র প্রকাশ্য দিক থেকে।

১৩৬৯ – তিনি বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কি এ ব্যাপারে কুরআন হাদিসের কোনো সমর্থন পাও?

১৩৭০ – আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি কেবলার বিষয়ে আমার ও অন্যের জন্য যা আবশ্যক মনেকরি তোমাকে তাই জানালাম।

১৩৭১ – আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ

যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না (সুরা বাকারা ২ : ২৫৫)। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে তাঁর ইলম থেকে প্রদান করেন তিনি যা চান, যেমনটি চান। তাঁর সিদ্ধান্তের কোনো রদকারী নেই, আর তিনিই দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

১৩৭২ – তিনিই তাঁর নবিকে বলেন,

يسئلونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها

তারা তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তা কখন সংঘটিত হবে? এর আলোচনার সাথে তোমার কী সম্পর্ক? এর পরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকের নিকটে (সুরা নাযিয়াত ৭৯ : ৪২)।

www.pathagar.com

১৩৭৩ – সুফিয়ান জুহরী থেকে তিনি উরওয়া থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসুল সা. সর্বদা কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতেন। এমনি পর্যায়ে উপর্যুক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

১৩৭৪ – আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

বলো আল্লাহ ব্যতীত আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না (সুরা নামল ২৭ : ৬৫)।

১৩৭৫ – আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন যা জরায়ুতে আছে। কেউ জানে না আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত (সুরা লোকমান ৩১ : ৩৪)।

১৩৭৬ – সুতরাং মানুষকে যে নির্দেশ দেওয়া হয় সে তাই করবে এবং বলবে। কোনোভাবেই তা অতিক্রম করবে না। কেননা, সে নিজে নিজে কোনো কিছু পেতে পারে না। বরং তার সকল প্রাপ্তিই আল্লাহর পক্ষ থেকে। সুতরাং আমরা আল্লাহর নিকটে যথাযথ প্রাপ্তি ও আরো বেশি প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করব।

ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য থেকে ইলম সম্পর্কে তার অভিমতসমূহ সুস্পষ্ট হয়েছে। তাঁর কাছে ইলমের বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে।

কুরআন সুন্নাহর ধারাবাহিক বিবৃতি হলো পূর্ণ ইলম। আর সুন্নাহর বিশেষ বিবৃতি হলো প্রকাশ্য ইলম এবং ইজমা। আর ধারণামূলক প্রকাশ্য ইলম হলো কিয়াস। এ সকল ইলমের মৌলিকত্ব হচ্ছে যে, এগুলো বিবৃতিমূলক। কিন্তু বিবৃতির সব কিছু ইলমের অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং হারাম শরিফে প্রবেশকারীর জন্য বায়তুল্লাহর ইলম হলো পরিপূর্ণ ইলম। আর হারাম শরিফের বাইরে থেকে বায়তুল্লাহ অভিমুখীর ইলম বায়তুল্লাহ্ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ইলম নয়। কেননা ওই লোক বায়তুল্লাহ্র সঠিক

www.pathagar.com

অবস্থান জানে না। তাই তার ইলম হলো ইলমে জাহের। তাহলে প্রকাশ্য ইলমের চিহ্নাদি এবং তার মর্যাদা জানার পরে প্রকাশ্য ইলম ও পূর্ণ ইলমের পার্থক্য সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হলো। অতঃপর এ প্রকার ইলমকে ইলমে জাহের তথা প্রকাশ্য ইলম নামকরণের মধ্যেই এ ইঙ্গিত রয়েছে যে জানার সকল দিক থেকে এটা পূর্ণভাবে জানা যায় না। বরং কখনো কখনো ইলমের উৎকর্ষতায় এ প্রকার ইলম অর্জন করতে হয়। ফলে সমৃদ্ধ ইলম অর্জনে চেষ্টা ও গবেষণার দ্বার উন্মোচিত হয়ে যায় এবং ওই সময় ইলমের পূর্ণতা প্রাপ্তির অন্যান্য দ্বার তালাবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে প্রকাশ্য ইলম কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে বায়তুল্লাহর অবস্থান ও অবগতি সম্পর্কে বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেহেতু তা তার সামনে অনুপস্থিত। কেননা ওই ব্যক্তি প্রত্যক্ষকারী কিন্তু তার অভ্যন্তর ভাগ তো অদৃশ্য বা গোপনীয় আর বায়তুল্লাহ তো পূর্ণমাত্রাই অদৃশ্য। এ ক্ষেত্রে ইলমের পরিধিও প্রকাশ্য ইলম সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী যা বলেছেন খুব শীঘ্রই আমরা সে বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারব। অনুরূপভাবে বিবৃতি ও ধারাবাহিক বর্ণনাই যে, পূর্ণ ইলম এ বিষয়টিও ইমান সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপনের পরই স্পষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং উক্ত বর্ণনার বিষয়ে দলিলের অকাট্যতা তার প্রত্যক্ষকরণকে আবশ্যক করবে না।

যুক্তি

কুরআনী ইলমই সকল ইলম ও মর্মার্থের মূল ভিত্তি। সুতরাং কুরআনী নির্দেশনায় যুক্তি হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো যে তা কোনো ইলমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ

হ্যাঁ তোমরা তো সেসব লোক, যে বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান আছে সে বিষয়ে তোমরা তর্ক করেছ, তবে যে বিষয়ে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কেন তর্ক করছ? আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জান না (সুরা আল ইমরান ৩ : ৬৬)।

لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ

ইব্রাহীম সম্পর্কে তোমরা কেন তর্ক করো, অথচ তাওরাত ও ইঞ্জিল তো তার পরে অবতীর্ণ হয়েছিল (সুরা আল ইমরান ৩ : ৬৫)।

www.pathagar.com

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ

তুমি কি ওই ব্যক্তিকে দেখ নাই যে ইব্রাহীমের সাথে তার প্রতিপালিক সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল (সুরা বাকারা ২ : ২৫৮)।

أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাছে যা ব্যক্ত করেছেন তোমরা কি তা তাদের বলে দাও? যা দ্বারা তারা তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করবে (সুরা বাকারা ২ : ৭৬)।

قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ

বলো, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত পথই একমাত্র পথ। এটা এজন্য যে, তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে অনুরূপ আর কাউকে দেওয়া হবে অথবা তোমাদের রবের সম্মুখে তারা তোমাদের যুক্তিতে পরাভূত করবে (সুরা আল ইমরান ৩ : ৭৩)।

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ

আল্লাহ তায়ালাকে স্বীকার করার পর যারা আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের যুক্তিতর্ক নিতান্তই অসার (সুরা শুরা – ১৬)।

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ

তার সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হলো। সে বলল, তোমরা কি আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে আমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনি তো আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন (সুরা আন'আম ৬ : ৮০)।

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ

যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয় তবে তুমি বলো আমি আল্লাহ তায়ালার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি এবং আমার অনুসারীবৃন্দও তার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে (সুরা আলে ইমরান ৩ : ২০)।

قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ

www.pathagar.com

তিনি বললেন তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হতে চাও? অথচ তিনি আমাদের ও তোমাদের রব (সুরা বাকারা ২ : ১৩৯)।

وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا

যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তখন দুর্বলরা দাম্ভিকদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম (সুরা গাফির – ৪৭)।

(এ সকল যুক্তিতর্কের উপকরণাদি এবং মুশরিকদের যুক্তি খণ্ডনের বিষয়াদি বুঝার জন্য তাফসিরের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন আবশ্যক। যা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুশরিকরা তাদের যুক্তিতর্কে কখনোই ইলমের ওপর নির্ভর করতেন না এবং রসুল সা. এর সমুদয় যুক্তিতর্ক উপস্থাপিত হত ইলমের ভিত্তিতে)।

ইমাম শাফেয়ী রা. এই বাস্তবতার নিরিখে তার অভিমত ছিল যে, কুরআনী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যুক্তি প্রতিষ্ঠিত থাকবে ইলমের উপরে চাই তা প্রত্যক্ষিত বিষয়, বিবৃতি কিংবা সংঘটিত কোনো ঘটনা যাই হোক না কেন, এ ব্যাপারে তিনি যা বলেছেন তা লক্ষণীয় :

১৫৬৯ – তিনি বলেন, আমি আপনার বক্তব্য - দাসের রক্তপণ দেওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, তা কি হাদিসের ভিত্তিতে নাকি কিয়াসের ভিত্তিতে?

১৫৭০ – আমি বললাম, সে ব্যাপারে তো সাইয়্যিদ ইবনুল মুসায়্যিব বর্ণিত হাদিস রয়েছে।

১৫৭১ – তিনি বললেন, সেটি উল্লেখ করো তো?

১৫৭২ – আমি বললাম, সাইয়্যিদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

عقل العبد في ثمنه فسمعته منه كثيرا هكذا وربما قال كجراح الحر في ديته.

قال ابن شهاب: فإن ناسا يقولون: يقوم سلعة.

১৫৭৩ – অতঃপর তিনি বললেন, আমি তো আপনাকে এমন হাদিস বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছি যা আপনার জন্য দলিল হতে পারে।

www.pathagar.com

১৫৭৪ – অতঃপর আমি বললাম, আমি তোমাকে হাদিসটি অবহিত করেছি এবং নিশ্চয়ই এ বিষয়ে সাইয়্যিদ ইবনুল মুসায়্যিবের হাদিস অপেক্ষা উত্তম কিছু আমি জানি না।

১৫৭৫ – তিনি বললেন, তবে তো তার কথায় কোনো যুক্তি নেই।

১৫৭৬ – আমি বললাম, আমি তো সে দাবি করি নাই যে তুমি তা আমার স্কন্ধে বর্তিয়ে দিবে!

১৫৭৭ – তাহলে এ বিষয়ে আপনার যুক্তি উপস্থাপন করুন?

১৫৭৮ – আমি বললাম, স্বাধীনের প্রতি অপরাধ করলে যে শাস্তি হয় তার উপর কিয়াসের ভিত্তিতে।

ইমাম শাফেয়ী এখানে দুটো বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন প্রথমত যুক্তি হতে হবে ইলমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত যে কোনো সংবাদ, কিংবা জ্ঞান দলিল উপস্থাপনের উপযুক্ত বিবেচিত হবে না। এক্ষেত্রে আমরা প্রথম বিষয়টিকে বিবেচনায় রাখব, আর দ্বিতীয় বিষয়টি স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে।

শাহাদাত বা সাক্ষ্য

অনুরূপভাবে কুরআনি নির্দেশনায় শাহাদাত ইলমের উৎস। অবশ্য তা ইলমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

আল্লাহ তায়ালা সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। এ সাক্ষ্য দেন ফেরেস্তাবৃন্দ ও জ্ঞানীজন। আল্লাহ তায়ালা ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত (সুরা আল ইমরান ৩ : ১৮)।

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে তার সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত (সুরা আয যুখরুফ ৪৩ : ৮৬)।

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

www.pathagar.com

বলো, আল্লাহ এবং যাদের নিকট কিতাবের জ্ঞান আছে, তারা আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট (সুরা আর রা'দ ১৩ : ১৮)।

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না। কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় তাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। (সুরা আলে ইমরান ৩ : ৩৬)

তিনি আরো বলেন,

إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে তার সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত। (সুরা জুখরুফ ৪৩ : ৮৬)

এছাড়াও বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ আ. এর ভ্রাতারা তাদের মতো করে সাক্ষ্য দিয়েছিল তাদের জ্যেষ্ঠ জনের উক্তি কুরআনে এসেছে।

ارْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ

তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বলো, হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র তো চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ প্রদান করছি। আর অজানা ব্যাপারে আমরা তো কিছু বলতে পারি না (সুরা ইউসুফ ১২ : ৮১)।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, প্রত্যক্ষকারী যে জানে তার বাইরে কোনো কিছুর সাক্ষ্য দেওয়ার সুযোগ নেই। আর ইলম তিন প্রকারের হতে পারে। এর মধ্যে প্রত্যক্ষকারী যা প্রত্যক্ষ করে ফলে সে চাক্ষুস বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। দ্বিতীয়ত সে যা শোনে ফলে শোনার মাধ্যমে যা সে বুঝতে পারে তার সাক্ষ্য প্রদান করে। তৃতীয়ত বিভিন্ন ধরনের বিবৃতি যা তার সামনে উন্মোচিত করে যার অধিকাংশই প্রত্যক্ষ করার সম্ভাবনা থাকে না এবং তার অন্তকরণে প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং এর ভিত্তিতেই সে সাক্ষ্য প্রদান করে।

www.pathagar.com

ইমাম শাফেয়ীর বক্তব্য .... ما تظاهرت به الأخبار বিবৃতিসমূহ যা কিছু উন্মোচিত করে এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এখানে প্রত্যক্ষকারীর এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা সে চক্ষু দিয়ে দেখে কিংবা কোনো কথকের নিকট থেকে শোনা কিংবা রসুল সা. থেকে শোনে যদি তা কুরআন সুন্নাহর কোনো সংবাদ হয়। ফলে সে সংবাদ দিবে কিন্তু, প্রত্যক্ষকারীর যারা প্রত্যক্ষ করেছে কিংবা শ্রবণ করেছে তাদের ব্যাপারে কোনো দায় দায়িত্ব নেই।

ইমাম শাফেয়ী তার সাক্ষীকে বাতিল বলেছেন এই বলে, সে জ্বিন দেখেছে। কেননা আল্লাহ তায়ালা আমাদের জানিয়েছেন যে, আমরা জ্বিনদের দেখতে পারব না। আর যে জ্বিনদের সম্পর্কে জানে বলে দাবি করবে সে মিথ্যাবাদী। আব্দুর রহমান সুলাইমী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সত্যপন্থীদের যে বলবে সে জ্বিন দেখে থাকে তার সাক্ষ্য বাতিল হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

> সে নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে এমনভাবে দেখে যে তোমরা তাদের দেখতে পাও না (সুরা আরা'ফ ৭ : ২৭) তবে হ্যাঁ নবিদের ব্যাপার স্বতন্ত্র।

পুনশ্চ ইলম প্রসঙ্গ

প্রকৃতপক্ষে কুরআনের মর্মার্থ অনুযায়ী সাক্ষ্য ইলমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা আমাদের ইলমের অন্য এক উপাদানের দিকে ধাবিত করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم

> পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের সন্নিকটে পৌছাবে তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে (সুরা ফুচ্ছিলাত : ২০)।

তিনি আরো বলেন,

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا

> জাহান্নামীরা তাদের ত্বককে জিজ্ঞেস করবে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন (সুরা ফুচ্ছিলাত – ২১)?

www.pathagar.com

যদি প্রত্যক্ষকৃত বস্তু চক্ষু দ্বারা দেখা যায় – তাহলে ঘটনাটি চক্ষু অবগত হয়। সুতরাং সে তার সাক্ষ্য দেয় যা সে জানে। আর সংবাদ যদি শ্রবণশক্তির আয়ত্তে হয় তবে তা শ্রবণশক্তির অবগতিতে আসে। সুতরাং সে তার স্বাক্ষ্য দেয় যা সে জানে। তাহলে আমরা একথা বুঝতে পারছি যে, ত্বক সাক্ষ্য দিবে কেননা সেও তো জানে। আর সাক্ষ্যও উক্ত ইলমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা, ত্বক যা অনুভব করে তা সে জানেও বটে।

এক্ষণে জ্ঞান জিনিসটি হতে পারে কোনো বিষয় কিংবা ঘটনা কিংবা এতদুভয় সম্পর্কিত কোনো ঘটনা যা চক্ষু অবগত থাকে। আবার তা হতে পারে সংঘটিত কোনো অবস্থা। অনুরূপভাবে তা এমনও হওয়ার সম্ভাবনা রাখে যা ত্বক অনুভব করতে পারে। যেমন : গন্ধ, স্বাদ ও রূঢ়তা ইত্যাদি সম্পর্কে। ইতোপূর্বে আমরা ঘটনা ও প্রত্যক্ষকরণের শর্তাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখানে বলা আবশ্যক যে, ত্বক যা অনুভব করে তা ইলম হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে যে, তা সরাসরি হতে হবে। কেননা ত্বকের ক্ষেত্রে সরাসরি অনুভব করাটা চক্ষু কিংবা কর্ণের সাক্ষ্যের মতোই হবে। তাহলে আমরা বলতে পারি অনুভূতি দ্বারা যা অনুভব করা যায় তাও ইলম।

ইলম নির্ভর ইজতিহাদ ও ফতওয়া

ইমাম শাফেয়ী র.-এর অভিমত অনুযায়ী ইজতিহাদ (কিয়াস) এবং ইস্তিহসান দলিল হওয়ার জন্য তা এমন ইলমের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যার বর্ণনা আমরা ইতোপূর্বে দিয়েছি। এ সম্পর্কে তার নিম্নোক্ত উক্তিসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।

১৪৪৩ – তিনি বলেন, তোমাদের মধ্য থেকে যার কাছে বর্ণনা করা হবে তার কাছে এটা স্পষ্ট থাকতে হবে যে, ইজতিহাদ অবশ্যই একটা প্রতিষ্ঠিত নির্ধারিত অজানা বিষয়ে হতে হবে এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই মতবিরোধের সুযোগ থাকতে হবে।

১৪৪৪ – অতঃপর তিনি বললেন, তাহলে ইজতিহাদ কিরূপ হবে?

১৪৪৫ – আমি বললাম, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে বুদ্ধিমত্তা প্রদান করে অনুগ্রহ করেছেন। অনন্তর তিনি তাদেরকে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে পার্থক্য নিরূপণের পদ্ধতি বলে দিয়েছেন এবং তাদেরকে সরাসরি ভাষ্য এবং ইঙ্গিতপূর্ণভাবে সঠিক পথের নির্দেশনা দিয়েছেন।

www.pathagar.com

১৪৪৬ – তিনি বললেন, এ বিষয়ে তুমি একটা উদাহরণ পেশ করো।

১৪৪৭ – আমি বললাম, তাদের জন্য বায়তুল হারাম প্রতিষ্ঠা করা হলো, সামনে থাকা অবস্থায় সেদিকে ঠিক সোজাসুজি অভিমুখি হতে এবং দূরে থাকাবস্থায় মোটামুটি অভিমুখি হতে নির্দেশনা দেওয়া হলো। আর তাদের জন্য সৃজন করা হলো আসমান, জমিন, সূর্য, চন্দ্র তারকারাজি, পাহাড়, বাতাস ইত্যাদি।

১৪৪৮ – এবার তিনি বললেন, তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য সৃজন করেছেন তারকারাজি যার সাহায্যে তোমরা অন্ধকারে জলে ও স্থলে নির্দেশনা পেতে পার।

১৪৪৯ – তিনি আরো বলেন, এবং চিহ্নসমূহ ও তারকার সাহায্যে তারা পথ নির্দেশনা পায়।

১৪৫০ – অনন্তর তাদেরকে সংবাদ দেওয়া হলো যে, তারা তারকা ও চিহ্নসমূহের দ্বারা পথ নির্দেশনা পায়।

১৪৫১ – সুতরাং তারা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে কাবার দিক চিনত। তাদের প্রতি তার সহযোগিতার কারণে এবং বিশেষ করে তাদেরকে তৌফিক প্রদান করার কারণে। সুতরাং সে তা দেখতে পায়। যারা দেখতে পায়নি তাদেরকে সে সংবাদ প্রদান করে। যেমন পাহাড়ের মাধ্যমে তারা পথ নির্দেশনা পায়, কিংবা তারকার মাধ্যমে তারা উত্তর দক্ষিণ নির্বাচন করে। অনুরূপভাবে সূর্যের মাধ্যমে তারা পূর্ব পশ্চিম চিনতে পারে এবং বুঝতে পারে, রাতে কিভাবে সালাত আদায় করতে হবে এবং সমুদ্রে কিভাবে চলতে হবে ইত্যাদি।

১৪৫২ – আর তাদেরকে জ্ঞান দেওয়ার কারণেই তাদের উপর বাধ্যবাধকতার বিষয়টি এসে যায়। এজন্যই তাদেরকে কেবলার দিকে সরাসরি অভিমুখী হতে হয়।

১৪৫৩ – আল্লাহ তায়ালার সাহায্য কামনা বশত কেবলার প্রতি চরম আগ্রহ ভরে যদি তারা জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা যথাযথ প্রচেষ্টায় তা নিরূপণের চেষ্টা করে তবে তাদের দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

১৪৫৪ – আর তাদের জন্য এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে তাদের ওপর আবশ্যক হলো মাসজিদুল হারামের দিকে অভিমুখী হওয়া সর্বতোভাবে সঠিক অবস্থায় সরাসরি কাবার প্রাপ্তি আবশ্যক নয়।

১৪৫৫ – যখন ঠিক কাবার প্রাপ্তি সম্ভব হবে না তখন কাবাভিমুখী কারও এমন কথা বলা যাবে না যে আমরা আমাদের বুদ্ধিমতো কাবাভিমুখী হয়েছি কোনো নির্দেশনা না পাওয়ায়।

আমি ইজতিহাদ ও কিয়াস বিষয়ে ইমাম শাফেয়ীর দলিল অন্য অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু কিয়াস ও ইজতিহাদ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী যে ইলমের অবস্থানের কথা বলেছেন, তা আমার কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। অতএব আমাদের জন্য স্মর্তব্য হলো যে, প্রথমত কিবলামুখী হওয়ার ক্ষেত্রে সরাসরি ঠিক কাবার সোজা হতে হবে যেন তা দেখা যাওয়ার মতো হয়। দলিল হল "راه من راه.." অনুরূপভাবে আমরা প্রথমেই দলিলের প্রতি লক্ষ্য রাখব কেননা وابصر ما يهتدي به إليه কিয়াস ও ইজহিতাদের ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি হলো ইলম। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আর ইমাম শাফেয়ীর প্রয়োজন রয়েছে যে, তিনি ইস্তিহসান কে অস্বীকার করবেন এবং বলবেন যে ইস্তিহসান এক ধরনের ফায়েদা বাজি। সুতরাং তা মানুষের জন্য হারাম।

১৪৫৬ – তিনি বললেন, এটিই আমার বক্তব্য। আর ইজতিহাদ কাঙ্ক্ষিত বস্তু ব্যতীত হতে পারে না। আর কাঙ্ক্ষিত বস্তু সর্বদা প্রত্যক্ষিত হতে হবে যা কোনো ইঙ্গিত বা দালালতের মাধ্যমে প্রত্যাশা করা হবে। অথবা তা সরাসরি ওই বিষয়ের সমপর্যায়ের হতে হবে। এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট যে ইস্তিহসানের ক্ষেত্রে কারো এমন কথা অযৌক্তিক। যেহেতু ইস্তিহসান খবরের বিপরীত। আল কুরআন ও সুন্নাহর খবর একটি সরাসরি বিষয় যার অর্থ মুজতাহিদ খুঁজে বেড়ান যেন সে বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। যেমন কাবা থেকে দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তি কাবাকে পেতে চায় তথা ঠিক কাবার অভিমুখী হতে চায় কিংবা অনুমান করে তার অভিমুখি হতে চায়।

www.pathagar.com

বিতর্ক ও উত্তম পন্থায় বিতর্ক

এ বিষয়টি এমন যাকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করা যেতে পারে। তথাপিও আমরা তা এখানেই উল্লেখ করছি। কেননা কুরআনের আয়াত থেকে আমরা বুঝেছি যে তর্ক হচ্ছে প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করা। অতএব প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডনের কৌশলাদি জানা গেল এবং এমন তর্কের ফলাফলে উপনীত হতে নানাবিধ মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। যাকে ইংরেজিতে Reduction and absurdum বলা হয়। তাই আহলি কিতাবীদের সাথে তর্ক বিতর্কে কুরআনুল কারীমের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যে আমরা এমন পদ্ধতিতে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ব না এবং এমন মিথ্যা যুক্তিতে তাদেরকে পরাস্ত করব না বরং একান্তই যদি বিতর্কে জড়াতে হয় তবে এমন যুক্তির অবতারণা করব যা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর সত্যই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। অর্থাৎ যদি বিতর্ক করতেই হয় তবে তা আমরা করব জ্ঞানের মাপকাঠিতে অন্য কোনো মাপকাঠিতে নয়। আর এভাবেই বিতর্কের শেষ পর্যায়ে উপনীত হওয়া যাবে। এমনকি প্রতিপক্ষের সকল যুক্তি খণ্ডিত হবে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
ইমান

প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য মর্মার্থের প্রতি প্রত্যাবর্তন

আমরা বলেছি যে, নিশ্চয়ই অদৃশ্যের ইলম ইসলামে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত করে। আর কুরআনুল কারীম ইলমকে মানুষের জন্যই নিরূপিত করেছে। আর আমরা জানি সেই ইলম প্রকাশ্য বিষয়ের ইলম। তাহলে কুরআনুল কারীম কিরূপে অদৃশ্যের ইলমের ব্যাপারে মানুষের জ্ঞান সম্পর্কে কথা বলে? হ্যাঁ, মানুষ অদৃশ্য সম্পর্কে কিছু জানে না। কিন্তু সে অন্য উপায়ে অবগতি ও উপলব্ধি থেকে কখনো কখনো অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অনুমান করতে পারে। তবে তা নির্ভুলভাবে নয়।

ইমান

কুরআনুল কারীমের ওই সকল আয়াত ও হাদিস যেখানে অদৃশ্যের কথা উল্লেখ আছে এবং মানুষের উপলব্ধির কথা আছে, সেখানে সর্বদা ইমান শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ

যারা আল্লাহ ও আখিরাতে ইমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে (সুরা বাকারা ২ : ৬২)।

وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ

বরং পুণ্য রয়েছে তাদের যারা ইমান আনে আল্লাহ, আখিরাত ও ফিরিস্তাদের প্রতি (সুরা বাকারা ২ : ১৭৭)।

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

www.pathagar.com

রসুল তার প্রতি তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ইমান এনেছে এবং মুমিনগণও। তাদের সকলে আল্লাহ তায়ালা র প্রতি, তার ফেরেস্তাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং রসুলদের প্রতি ইমান এনেছে। তারা বলেন, আমরা তার রসুলদের মাঝে কোনো তারতম্য করি না (সুরা বাকারা ২ : ২৮৫)।

لَا إِلٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ

আমি বিশ্বাস করলাম বানু ইসরাইল যাতে বিশ্বাস করে। নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই (সুরা ইউনুস ১০ : ৯০)।

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا

আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা এতে বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে আগত (সুরা আলে ইমরান ৩ : ৭)

وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا

তুমি তো আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছ শুধু এজন্য যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিদর্শনের প্রতি ইমান এনেছি যখন তা আমাদের কাছে এসেছে। (সুরা আরা'ফ ৭ : ১২৬)

وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا

যখন তাদের নিকট তা আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে, আমরা এতে ইমান আনলাম। এটা আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত সত্য (সুরা কাসাস ২৮ : ৫৩)।

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

যারা ইমান আনে অদৃশ্যের প্রতি এবং সালাত কায়েম করে (সুরা বাকারা ২ : ৩)।

অতএব আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান, তাঁর ফেরেস্তাদের প্রতি ইমান, আখিরাত দিবসের প্রতি ইমান এবং রিসালাতের প্রতি ইমান, কিতাবসমূহের প্রতি ইমান, ওহি

www.pathagar.com

মারফত আগত আয়াতসমূহের প্রতি ইমান ইত্যাদি সব ইলমই অদৃশ্য বিষয়। তাহলে স্পষ্ট হলো যে, ইলমের বিষয়বস্তু যা ইমানের বিষয়বস্তু তা। এখানে শুধু পার্থক্য হচ্ছে যে, ইলমের ক্ষেত্রে বিষয়গুলো প্রকাশ্য হয়ে থাকে আর ইমানের ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং মহান আল্লাহ তায়ালা এবং সৃষ্টিকুল যেমন ফেরেস্তা, আখিরাত ইত্যাদি অদৃশ্য। সুতরাং তা ইমানের বিষয়বস্তু। অনুরূপভাবে রসুল সা. আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং উক্ত কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি বিশেষ আর ওই সকল নিদর্শন আল্লাহ তায়ালার প্রচ্ছন্ন নির্দেশনামাত্র। এমনকি মানুষ যদি রসুলকে দেখে, কিতাব তেলাওয়াত করে এবং নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে তবুও। কিন্তু ইমানের বিষয়বস্তু ইলমের বিষয়বস্তু হতে কোনো বাধা নেই। বিষয়টি শিগগিরই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

হাদিস শরিফে এসেছে :

إن جبريل لما جاء إلى النبي في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع سبيلا. قال فما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

একদা জিবরাইল আ. বেদুইন বেশে রসুল সা.-এর কাছে এলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন ইসলাম সম্পর্কে। জবাবে তিনি বললেন, ইসলাম হলো যে, তুমি সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রসুল। আর সালাত কায়েম করবে। যাকাত আদায় করবে। রমজানে সিয়ামব্রত পালন করবে, সক্ষমতা সাপেক্ষে হজব্রত আদায় করবে। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ইমান কী? তিনি জবাবে বললেন, ইমান হলো যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেস্তা, কিতাবসমূহ, রসুলসমূহ, মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান দিবস ও ভাগ্যের ভালোমন্দের ওপর বিশ্বাস রাখবে। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইহসান কী? রসুল জবাবে বললেন, ইহসান হলো যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তুমি তাকে দেখছ। আর যদি

www.pathagar.com

তুমি তাকে দেখতে না পাও তবে এটা তুমি নিশ্চিত জান যে, তিনি তোমাকে দেখছেন[১]।

কুরআনুল কারীমের পাঠক মাত্রই এটা বুঝেন যে ইমানের মৌলিক বিষয়ই হলো অদৃশ্য বিষয়ে প্রশান্তি থাকা। যদিও স্থান, কাল বা অন্য কিছু তাতে অন্তরায় সৃষ্টি করুক না কেন। নিম্নের আয়াতসমূহ লক্ষ্যণীয় :

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ

তবে কি জনপদের অধিবাসীরা ভয় করে না যে আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে রাত্রিতে যখন তারা থাকবে নিদ্রামগ্ন (সুরা আ'রাফ ৭ : ৯৭)

أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ

অথবা জনপদের অধিবাসীরা কি ভয় করে না যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসবে পূর্বাহ্নে যখন তারা থাকবে ক্রীড়ারত (সুরা আ'রাফ ৭ : ৯৪)

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ

যারা কুকর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নির্ভয় হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করবেন না (সুরা নাহল ১৬ : ৪৫)।

أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

তোমরা কি নির্ভয় হয়েছ যে, তিনি তোমাদেরসহ কোনো অঞ্চল ধসিয়ে দিবেন না? কিংবা তোমাদের ওপর শিলা বর্ষণকারী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ৬৮)।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

তোমরা কি এ ব্যাপারে নির্ভয় হয়েছ যে, যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি তোমাদেরসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন। অনন্তর তা আকস্মিকভাবে থর থর করে কাঁপতে থাকবে (সুরা মুলক ৬৭ : ১৬)।

---

[১] সহিহ মুসলিমে অন্যশব্দে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে। কিতাবুল ঈমান, হাদিস নম্বর-৮।

www.pathagar.com

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

তারা কি আল্লাহ তায়ালার কৌশলের ভয় করে না? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহ তায়ালার কৌশল থেকে নিরাপদ মনে করে না (সুরা আ'রাফ ৭ : ৯৯)।

এ আয়াতসমূহে যে প্রশান্তির কথা বলা হয়েছে তা অদৃশ্যের ব্যাপারে। যিনি আসমানে রয়েছেন কিংবা সেটি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অবস্থা। যার থেকে অদৃশ্যের পর্দা উন্মোচিত হওয়া সম্ভব।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে যার কাছে আমানত রাখা হয় সে যেন আমানত প্রত্যার্পণ করে (সুরা বাকারা ২ : ২৮৩)।

فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

যখন তোমরা নিরাপদ হয়ে যাবে, অতঃপর তোমাদের মধ্যে থেকে যারা হজ ও ওমরাহ একত্রে সম্পন্ন করতে চায় তারা সহজলভ্য কুরবানি করবে (সুরা বাকারা ২ : ১৯৬)।

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ

সে বলল, আমি কি তোমাদেরকে তার (ইউসুফ) ভাই সম্পর্কে সেরূপ বিশ্বাস করব, যেরূপ বিশ্বাস পূর্বে তোমাদেরকে করেছিলাম তার ভাই সম্পর্কে (সুরা ইউসুফ ১২ : ৬৪)।

তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়ায় এমন যে, ইমান হচ্ছে অদৃশ্যের উপলব্ধি। আর নিরাপত্তা হচ্ছে অদৃশ্যের ব্যাপারে প্রশান্তি লাভ।

আমাদের এ আলোচনা হচ্ছে ইমানের মারিফাত সম্পর্কে। সুতরাং আমরা ইমানের আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকব।

ইসলামি চিন্তাবিদদের মধ্যে ইমানের অর্থের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। এক্ষেত্রে ইবনু তাইমিয়ার বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার উল্লেখ করছি। ইবনু তাইমিয়া শরহে

www.pathagar.com

আকীদাতুল ইস্পাহানীয়া গ্রন্থে বলেন, কারো কারো মতে, শাব্দিক অর্থে ইমান শুধুমাত্র তাসদীক তথা বিশ্বাসের নাম। বিশ্বাসের চাহিদা কিংবা শাব্দিক মতবিরোধ সম্পর্কিত বিষয়াবলি উদ্দেশ্য হবে না। বলা হয়ে থাকে যে, দালালত তথা নির্দেশনা ব্যক্তি ও স্থান ভেদে বিভিন্ন হতে পারে। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রকৃত অর্থে ইমানের শাব্দিক অর্থ হলো তাসদিক তথা বিশ্বাস। এরপর বলেন যে, তাসদিক হতে হবে মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে এবং তা কার্যকরী হবে আমলের মাধ্যমে। সুতরাং কথা ও কাজের নাম তাসদিক। যেমন রসুল সা. এর বাণী : চক্ষু জিনা করে - আর চক্ষুর জিনা হলো দৃষ্টি নিক্ষেপণ, আর কান জিনা করে - কানের জিনা হলো শ্রবণ করা, আবার হাত জিনা করে - হাতের জিনা হল কিছু ধরা। আবার পা জিনা করে- পায়ের জিনা হলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আর অন্তর কামনা করে প্রবৃত্তির চাহিদা পোষণ করে। পরিশেষে গুপ্তাঙ্গ সেটিকে সত্যায়ন করে তথা কার্যকরী করে কিংবা তা মিথ্যায়ন করে তথা কার্যকরী হতে দেয় না।

হাসান আল বসরী বলেন, ইমান প্রত্যাশার কোনো ব্যাপার নয় কিংবা অলঙ্করণের ব্যাপার নয়। বরং অন্তরের স্বীকৃতি ও কার্যের বাস্তবায়নই ইমান।

আবার কেউ কেউ বলেন, বরং ইমান হচ্ছে স্বীকৃতির নাম শুধু শুধু বিশ্বাসের নাম নয়। কেননা বিশ্বাস তো প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন বিষয়ের সংবাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কিন্তু ইমান আরো একটু খাছ। কেননা ইউসুফ ভ্রাতৃবর্গের সংবাদে বলা হয়েছে – وما أنت بمؤمن لنا অর্থাৎ আপনি আমাদের বিশ্বাস করেন না। আবার বলা হয়ে থাকে আল্লাহর প্রতি ইমান আনে। মুমিনদের প্রতি ইমান আনে। ইমান যখন নবির সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন তার প্রতি বিশ্বাস বা সত্যায়ন বোঝা যায়।

আবার যে বলে এক দুইয়ের অর্ধেক কিংবা আকাশ পৃথিবীর উপরে তাকে বলা হয় তুমি সত্য বলেছ কিংবা আমি এটাকে সত্য বলে মনে করি। অথচ তাকে বলা হয় না – আমি ইমান আনলাম কিংবা তৎপ্রতি আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। যেহেতু ইমান শব্দটি الأمن মাসদার থেকে বাবে إفعال এর শব্দ যার চাহিদা হচ্ছে অন্তরের অস্থিরতা ও অস্বস্তির বিষয়ে প্রশান্ত ও স্থির থাকা। আর এটি হতে পারে অদৃশ্য বিষয়ে। প্রকাশ্য বিষয়ে এমনটি হতে পারে না।

বিষয়টি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইমান ও তাসদিক এর মধ্যকার পার্থক্যই ইমানের অর্থ অনুধাবনে সাহায্য করা। যেমন ইবনু তাইমিয়া বলেন, ইমান আরো

www.pathagar.com

একটু খাছ এবং তা প্রশান্তি ও স্থিরতা প্রত্যাশা করে যা কেবলমাত্র অদৃশ্য সংবাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে যা আমাদের ইচ্ছার কাছাকাছি অর্থ প্রদান করে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য যে, ইবনু তাইমিয়া এখানে ইমানের চাহিদা বলতে তা বিভিন্ন ঘটনার ক্ষেত্রে জ্ঞানের রাজ্যে প্রশান্ত ও স্থিত হবে এটা বুঝিয়েছেন। যেমন এক দুইয়ের অর্ধেক। এ বিষয়টি আর আমরাও আইনানুগভাবে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করব ওই সংবাদের ভিত্তিতে যে তিন আর সাতের সমষ্টি হলো দশ।

ইমানের সম্পৃক্ততা

কুরআন ও সুন্নাহ এটা স্পষ্ট করেছে যে, ইমানের বিষয়বস্তু হবে আল্লাহ তায়ালা কিংবা অন্য কিছু যেমন ফেরেস্তা বা বেহেস্ত, কিংবা তা হতে কোনো ঘটনা যেমন অদৃষ্ট বিষয়াদি অথবা তা হতে পারে অদৃশ্য কোনো ঘটনা বা বিষয় সংশ্লিষ্ট।

ইমানের অর্থ বর্ণনায় তিনি আরো বলেছেন যে, ইমান তো অদৃশ্যের উপলব্ধি মাত্র। যেমন সালেহ আ. এর অনুসারী মুমিন ও তার প্রতি ইমান না আনা কাফিরদের বর্ণনায় কুরআনে এসেছে। অতঃপর কাফিরগণ ইলম ও ইমানের বিষয়ে স্বীয় বুদ্ধিতে ভুল করেছে, ও মূর্খতার পরিচয় দিয়েছে যে, ইলম হচ্ছে প্রত্যক্ষ তথা প্রকাশ্য বিষয়ের উপলব্ধি আর ইমান হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বিষয়ের উপলব্ধি। ফলে কাফিররা মুমিনদেরকে বলেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنتُم بِهِ كَافِرُونَ

তোমরা কি জানো যে সালেহ আ. আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত? তারা বলল, তার প্রতি যে বাণী প্রেরিত হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাসী। দাম্ভিকেরা বলল, তোমরা যা বিশ্বাস করো আমরা তো তা প্রত্যাখ্যান করি (সুরা আ'রাফ ৭ : ৭৫-৭৬)।

কেননা সালেহ আ. এর প্রেরণ চক্ষু দ্বারা উপলব্ধিযোগ্য বিষয় নয়। আর রিসালাত কবুলের জন্য আহুত ব্যক্তি যে তাকে শুনেছে এবং জেনেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য বিষয়ে (যেমন সালেহ'র প্রতি আল্লাহর রিসালাত প্রদান) বিশ্বাস ব্যতীত কোনো গত্যন্তর থাকে না।

www.pathagar.com

বিআইআইটি থেকে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের তালিকা (পার্ট - ২)

প্রফেসর আবদুন নূর

লোক-প্রশাসন : সংগঠন, প্রক্রিয়া ও অনুচিন্তা ২৬০/-

অধ্যাপক জয়নুল আবেদিন মজুমদার (সম্পাদনা)

আমাদের সংস্কৃতি বিচার্য বিষয় ও চ্যালেঞ্জসমূহ ৬০/-

এম আবদুল আযিয *সম্পাদিত*

গণতন্ত্র ও ইসলাম ১০০/-

সন্ত্রাসবাদ ও ইসলাম ৮০/-

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলাইমান *পিএইচডি* **ও প্রফেসর জেফরি লাং** *পিএইচডি*

বৈবাহিক সমস্যা ও কুরআনের সমাধান ৩০/-

আল্লামা খররুম জাহ্ মুরাদ

সুবহে সাদিক: আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের নির্দেশনা ১২০/-

মূল্যবোধ, ক্ষমতা ও সমাজ পরিবর্তন ইসলামী কর্মকৌশল ২০০/-

মারওয়ান ইবরাহীম আল-কায়সি *পিএইচডি*

ইসলামে নৈতিকতা ও আচরণ : ইসলামি আদবের দিকনির্দেশনা ১২০/-

ঘ. ইতিহাস - ঐতিহ্য

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলায়মান *পিএইচডি*

মুসলিম মানসে সংকট ১৫০/-

মুসলিম ইচ্ছা ও অনুভূতি সংকট ২২৫/-

তারিক রমাদান

মুসলিমের ইউরোপ ১৫০/-

পাশ্চাত্যের মুসলিম ও ইসলামের ভবিষ্যৎ ৩৩৫/-

ঙ. বিজ্ঞান ও সভ্যতা

এম এ কে লোদী সম্পাদীত

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি ও অনুশীলনের ইসলামায়ন ১৫০/-

মেডিকেল এথিক্স : ইসলামি দৃষ্টিকোণ ৬০/-

চ. সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মালিক বদরী *পিএইচডি*

অভিচিন্তন : অনুভবের দৃশ্যময়তা ৫০/-

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলায়মান *পিএইচডি*

নির্মাতাদের দ্বীপ ১২০/-

নির্মাতাদের দ্বীপের গুপ্তধন ১২৫/-

আইআইআইটি স্টাইলশীট

লেখক, অনুবাদক ও কপি সম্পাদক গাইড ৫০/-

ছ. নারী বিষয়ক

বি. আইশা লেমু ও ফাতিমা হীরেন

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ৫০/-

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

ইলম ও ইমানের সম্পর্ক

ইলম হচ্ছে ইমানের ভিত্তি

নিশ্চয়ই ইলম হচ্ছে প্রকাশ্য বিষয়ের উপলব্ধি। আর ইমান হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বিষয়ের উপলব্ধি। তাহলে এতদুভয়ের সম্পর্ক কী? আল্লাহ তায়ালা বলেন,

بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

> বরং আল্লাহ তায়ালাই ইমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন যদি তোমরা সত্যবাদী হও (সুরা হুজুরাত ৪৯ : ১৭)।

তাহলে আমরা কিরূপে ইমানের পথে পরিচালিত হব? অথচ আমরা জানি যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের চক্ষু, কর্ণ, অন্তর প্রদান করেছেন এবং তাকে উপলব্ধির মাধ্যম হিসেবে স্থির করেছেন। আমরা আরো জানি যে, আল্লাহ তায়ালা রসুলবৃন্দ প্রেরণ করেছেন অর্থাৎ রসুলবৃন্দ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সংবাদ নিয়ে এসেছেন। অতএব আমরা বলতে পারি যে, কুরআন সুন্নাহর সংবাদ অবশ্যই ইলম।

আমরা যখন এটা বুঝতে পারলাম যে, ইলমই ইমানের ভিত্তি এবং এর মর্মার্থ বুঝতে পারলাম। আল্লাহ তায়ালার বাণী :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

> যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ৩৬)।

ইলমে পারদর্শী তথা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ

ইমান যখন জ্ঞানগত শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াবে তখন ইমান শক্তিশালী হবে। আর ভিত্তি যত শক্তিশালী হবে ইমানও তত শক্তিশালী হবে। অতএব ইসলামি জ্ঞান হবে ইমানী বিকৃতি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আর ইলমে বিশেষজ্ঞ জনরাই মানুষের কাছে বিশুদ্ধ ইমানের দিক থেকে অধিক নিকটবর্তী। কেননা তারাই শক্ত ভূমির উপরে অবস্থান করেন, তারা তাদের উর্ধ্ব জগতের অদৃশ্য বিষয়াবলি উদঘাটন করতে সচেষ্ট থাকেন।

www.pathagar.com

কিন্তু তারা তা জানতে পারেন না। আর তখনই তারা তাতে বিশুদ্ধ রূপে ইমান আনেন। আর জ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যাশাই হচ্ছে ইমানের জন্য অদৃশ্যের উপলব্ধির ভিত্তি ও প্রবেশ দ্বার। আর জ্ঞান ব্যতীত অদৃশ্যের উপলব্ধির প্রচেষ্টা মূর্খতারই নামান্তর। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না। কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ৩৬)।

আর যার ভিত্তি হয় ধারণাপ্রসূত ইলম তা সত্যে উপনীত হয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে, কিন্তু সত্যের মোকাবেলায় অনুমানের কোনোই মূল্য নেই (সুরা নাজম ৫৩ : ২৮)।

(এখানে ইলমের পরিবর্তে ধারণার কথা বলা হয়েছে। ফলে কেউ যদি ধারণাকে ভিত্তি মনে করে তবে সে সত্যের সাক্ষাত পাবে না এবং এটাকে নীতিশাস্ত্র বিদগণের নিকট ধারণামূলক দলিলের সাথে তুলনীয় বলা সংগত হবে না)। মোট কথা আমাদের ভিত্তিমূল ধরতে হবে ইলমকে যদিও তা কম হোক। আর তাই হবে ভিত্তি যা অদৃশ্যকে উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভিত্তিকে বাড়িয়ে দেয় এবং এটি আমাদের ইমাম শাফেয়ীর সেই কথা বারংবার স্মরণ করিয়ে দেয় যা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কিয়াস সর্বদা পূর্বের দৃষ্টান্তের সাথে তুলনীয় হবে।

তবে এক্ষেত্রে আবশ্যক যে, তা যুক্তিনির্ভর দার্শনিক মতোবাদীদের মতলবী বিবাদ ও দাবির স্বপক্ষে তা ব্যবহার করা যাবে না যে ইলমী পদ্ধতি কবি-সাহিত্যিকদের কল্পনার মতো নানামুখী কল্পনার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কোনো কবি তার কাব্য শক্তির ওপর ভিত্তি করে পদার্থবিদ্যার কোনো বিষয় যুক্তিগ্রাহ্যপন্থায় উপস্থাপন করতে পারেন না। অনুরূপভাবে কোনো অর্থনীতিবিদ তার ওই বিষয়ে শাস্ত্রীয় জ্ঞানের প্রাবল্যতার ভিত্তিতে সংগীত শিল্পের কোনো বিষয়কে যুক্তিযুক্ত পন্থায় উপস্থাপন করতে পারেন না। অনুসন্ধানবাদীদের বিবাদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ইলমের প্রয়োজনেই কেবল যুক্তিবাদীদের

www.pathagar.com

সাহায্য কাজে লাগতে পারে। আর যুক্তিবাদীরা দর্শনের ক্ষেত্রে সর্বশেষ স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। তারা অন্যান্যরা যে অভিনবত্ব পেশ করে তা কাজে লাগায়। আর সে সকল অভিনবত্ব যুগ যুগ ধরে জ্ঞানের ভিত্তিমূলের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আর ধারণামূলক ইলম ইসলামি ফিকাহর কোনো গ্রহণযোগ্য বিষয় হতে পারে না। কোনো প্রামাণ্য বিষয়ে তা অকাট্য হতে পারেন না। ইসলামি জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইমান ও ইলমের সমন্বয়সাধনে তার ভূমিকা আমরা শীঘ্রই জানতে পারব।

ইলম এবং ইমান বাড়ে ও কমে

ইলম ও ইমান বাড়ে ও কমে অর্থাৎ উপলব্ধি হ্রাসবৃদ্ধি হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে উপনীত করা হবে নিকৃষ্টতম বয়সে। ফলে তারা যা কিছু জানত সে সম্পর্কে সজ্ঞান থাকবে না (সুরা নাহল ১৬ : ৭০)।

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ

তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের শিক্ষা দেন (সুরা বাকারা ২ : ২৮২)।

ইলম সম্পর্কে কুরআনী মর্মার্থের মধ্যে এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে তা বাড়ে ও কমে। অতঃপর আমাদের বক্তব্য যে ইলম হচ্ছে অনুভূতির উপলব্ধি। আর সংবাদ ও ঘটনা তাকেই অপরিহার্য করে। সুতরাং নিশ্চয়ই মানুষের ইলম পারিপার্শ্বিক উপাদান ও উপাত্তের বৃদ্ধিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের অনুপস্থিতে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

অনুরূপ আমরা এমন অনেক আয়াত পাই যা প্রমাণ করে যে, ইমান হচ্ছে অদৃশ্যের উপলব্ধি যা বাড়ে ও কমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

যারা মুমিন এটা তাদেরই ইমান বৃদ্ধি করে এবং আনন্দিত হয় (সুরা তাওবা ৯ : ১২৪)।

لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا

যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে এবং ইমানদারদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় (সুরা মুদ্দাস্সির ৭৪ : ৩১)।

www.pathagar.com

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

আর আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল সত্য বলেছিলেন, আর এতে তাদের ইমান ও আনুগত্য বৃদ্ধি পেল (সুরা আহযাব ৩৩ : ২২)।

আর আমাদের বক্তব্য ইমান অদৃশ্যের উপলব্ধি, সুতরাং এটি অবশ্যই পারিপার্শ্বিকতায় তার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে থাকে।

ইসলামি চিন্তাবিদগণ ইমানের হ্রাসবৃদ্ধির বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করেছেন। ইবনু তাইমিয়া বিষয়টিকে পর্যালোচনা করেছেন এভাবে যে, যে মানুষ ইমান আনে পার্থিব কারণে শরিয় কারণে নয়। তিনি আরো বলেন আল্লামা আব্দুল কাদের এবং তাঁর মতো কতিপয় সত্যপন্থী মাশায়েখ এ দুই মূলনীতির ব্যাপারে তাদের সাধারণ পরামর্শ হলো – নির্দেশিত বিষয়ে প্রতিযোগিতা করার, হারাম কাজ না করার, ধৈর্য ধারণ করার ও অদৃষ্টের প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত থাকার। কেননা, এটি এমন একস্থান যেখানে সর্বসাধারণ তো বটেই অনেক পুণ্যবানরাও ভুল করে বসেন। সুতরাং তাদের মধ্য থেকে যে শুধুমাত্র পার্থিব বিষয় প্রত্যক্ষ করে সে মনে করে আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর রব। আল্লাহ তায়ালা তার জন্য যা পছন্দ করেন ও যাতে সন্তুষ্ট থাকেন এবং তিনি তার জন্য যা অপছন্দ করেন ও অসন্তুষ্ট থাকেন এ দুই বিষয়ের মাঝে তিনি কোনো পার্থক্য করেন না। আর সেটিকেই তিনি তার ভাগ্য ও নিয়তি বলে মেনে নেন। আর তখন সে উলুহিয়্যাতের একত্ববাদ এবং রবুবিয়্যাতের একত্ববাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করতে পারে না। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون

আর তাদের অধিকাংশেই আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান আনে না বরং তারা মুশরিক। কতিপয় সালফ বলেন, তুমি তাদের জিজ্ঞেস করো আকাশ ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? তারা বলবে আল্লাহ তায়ালা। এতদসত্ত্বেও তারা অন্যের ইবাদত করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে যারা এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ের পার্থক্যের প্রতি ঈঙ্গিত দেয় যাতে সে মুমিন ও কাফিরের মাঝে পার্থক্যের সূচনা করে। অথচ তারা পাপ-পুণ্য ও পাপীর মাঝে পার্থক্য করে না এবং অন্যান্যদের মধ্য থেকে যারা প্রবৃত্তি ও ধারণার অনুসরণ করে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না। সুতরাং তার ঈমানে কমতি দেখা দেয় যেহেতু সে পাপী ও পুণ্যবানের মাঝে কোনো পার্থক্য দেখতে পায় না। তথাপিও তার সাথে ইমানের কিয়দংশ থাকে। যেহেতু সে আল্লাহ তায়ালার বন্ধু ও শত্রুদের মধ্যে পার্থক্য করে থাকে।

আর যারা ধর্মীয় অনুজ্ঞা ও নিষেধাজ্ঞাকে স্বীকৃতি দেয় ভাগ্য ও ফায়সালাকে নয় এবং যারা মুতাজিলা ও কাদরিয়া মতবাদ পোষণ করে যারা এ উম্মতের মূর্তিপুজক। তাদের

www.pathagar.com

কাজকর্ম মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বরং তারা মূর্তিপূজকদের চেয়ে নিকৃষ্ট। আর যে এদুয়ের স্বীকৃতি দেয় এবং রবকে ক্ষয়িষ্ণু মনে করে সে তো ওই ইবলিসের অনুসারী যে মহান রবের বিরোধিতা করেছিল এবং তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল।

অনুরূপভাবে ইমানের হ্রাসবৃদ্ধির বিষয়টি ইসলামি চিন্তাবিদদের একটি সাধারণ আলোচনার বিষয়। যে এটি খণ্ডাংশ হতে পারে? নাকি এটা একত্রে অস্তিত্ব প্রাপ্ত হয় আবার একত্রেই তা বিদুরিত তথা অস্তিত্বহীন হয়? এক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এবং অন্যান্য ইসলামি সম্প্রদায়ের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অবস্থান হচ্ছে শরিয় হুকুম ও নাম দুটোই খণ্ডাংশ হতে পারে। এ মাসয়ালায় ইবনু তাইমিয়ার লেখার কিয়দংশ উপস্থাপন করা যেতে পারে।

(আমি বলি) সকল ইসলামি চিন্তাবিদ ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, যারা রসুল আনীত বিষয় থেকে বের হয়ে যাবেন চাই তা উক্তিগত বা কর্মগত কিংবা প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য যাই হোক না কেন তারা নিন্দাযোগ্য। আর যারা রসুল সা. আনীত বিষয়াবলি মেনে নিবেন তারা প্রশংসাযোগ্য। আর যারা একদিক থেকে ঐক্যমত পোষণ করেন কিন্তু অন্যদিক থেকে মতবিরোধ করেন – যেমন পাপী এবং তারা জানে যে তারা পাপী তারা ঐক্যমতের দিক থেকে প্রশংসিত আর মতবৈপরিত্যের দিক থেকে নিন্দনীয়। এটিই পূর্ববর্তী ইমাম সাহাবা এবং তাদের অনুসারীদের অভিমত। এ সংক্রান্ত মাসয়ালার প্রথম মতবিরোধ হচ্ছে খারেজিরা মনে করেন গুনাহকারী কাফির হয়ে যাবে। তারা আরো মনে করেন যে, যে কবিরা গুনাহ করবে, সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে অবস্থান করবে। মুতাজিলারাও তাদের সাথে ইমান ও ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার বিষয়ে ও চিরস্থায়ী জাহান্নামে অবস্থানের বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন। তবে সে মুসলিম থাকবে কিনা মর্মে মতবিরোধ করেন। তারা তাকে কাফির বলেন না। বরং বলেন, সে ফাসিক, মুমিন কিংবা মুসলিম নয় আবার কাফিরও নয়। আমরা তাকে মানজালাতু 'বাইনা মানজিলাতাইন' এ রাখব। সুতরাং তারা নামের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কাছাকাছি আর আখিরাতে তার হুকুমের ক্ষেত্রে খারেজিদের কাছাকাছি। তাদের মূলকথা হচ্ছে যে, তারা ধারণা করেন কোনো ব্যক্তি সোয়াব, আযাব, ধমক, ভীতি, প্রশংসা, বদনাম, ইত্যাদির মালিক একসঙ্গে হতে পারে না; বরং সে হয় এই পক্ষে নয়তো অপর পক্ষে। অতঃপর সে কবিরা গুনাহের কারণে তার কৃত সমুদয় পুণ্য নষ্ট করে ফেলে। তারা আরো বলেন যে, ইমান হলো আনুগত্য। সুতরাং আনুগত্যের আংশিক ঘাটতির দ্বারা সমুদয় ইমানের বিদুরণ ঘটবে। কিন্তু তাকে কাফির অভিধায় অভিহিত করা প্রশ্নে তারা দুই দলে বিভক্ত হয়েছেন। আর তাদের সাথে মতৈক্যে পৌঁছেছেন মরজিয়া এবং জুহামিয়াবৃন্দ এ প্রশ্নে যে ইমানের খানিকটা ঘাটতিতে পূর্ণ ইমান চলে যায় আর তা খণ্ডাংশ ও ভগ্নাংশ হতে পারে না। সুতরাং তা বাড়ে না এবং কমে না। তারা আরো বলেন, ফাসিকের ইমানও নবি ও আউলিয়াদের ইমানের

www.pathagar.com

মতোই। কিন্তু মরজিয়া ফকিহবৃন্দের মতে, ইমান হলো বিশ্বাস ও স্বীকৃতির নাম। তারা আরো মনে করেন যে, ফাসিকদের জাহান্নামে প্রবেশের জন্য আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার প্রয়োজন রয়েছে যেমনটি আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত মনে করেন। তাদের সাথে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনেক বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। অবশ্য তা তাদের নাম বিষয়ে হুকুম বিষয়ে নয়।

অতঃপর শাইখ ইবনু তাইমিয়া বিশ্লেষণ ও দলিলাদি উপস্থাপনের পর বলেন :

শরিয় নাম ইমান, সালাত, ওজু ও সিয়ামের মতো শরিয়াহ প্রণেতা তাকে তার প্রতি ওয়াজিব ও মুস্তাহাব থেকে না করেন না, যদি না সে নিজেই তা থেকে সরে থাকে। অতঃপর তিনি বলেন,

ইমান বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের বিভিন্নতায় বিভিন্ন রূপ হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যখন রসুলকে প্রেরণ করেছিলেন তখন ইমান ওয়াজিব ছিল না। অনুরূপভাবে স্বীকৃতি কিংবা কর্মে রূপদানও ওয়াজিব ছিল না। যেমন তা ওয়াজিব ছিল তার দাওয়াতের শেষ পর্যায়ে। কেননা নিশ্চয়ই তা ওয়াজিব হতো না যদি আল্লাহ তায়ালা পরবর্তীতে ওয়াজিব, হারাম ও সংবাদ বিষয়ক বিষয়াদি নাজিল না করতেন। অনুরূপভাবে এসবের আমলও ওয়াজিব হতো না। বরং আল্লাহ তায়ালা যে ইমান ওয়াজিব করেছেন তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি আল্লাহ তায়ালা নাজিল করলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

> অদ্য পূর্ণতা দিলাম তোমাদের দ্বীনকে, সম্পূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম (সুরা মায়িদা : ৩)।

অনুরূপভাবে রসুলের ঘোষণা যে বান্দার নিকট প্রথম পৌঁছে তার ওপর ওয়াজিব হয় শুধুমাত্র শাহাদাতদ্বয় উচ্চারণ। অনন্তর সে যদি সালাতের সময় হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহলে তার ওপর স্বীকৃতি ব্যতীত আর কিছুই ওয়াজিব হয়নি। মনে করা হবে সে পরিপূর্ণ ইমান নিয়ে মুমিন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে।

পরিশেষে ইবনু তাইমিয়ার এ বক্তব্য উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তার বক্তব্যের ইতি টানব, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ইমামগণ নাম ও হুকুম উভয় ক্ষেত্রেই ইমানের খণ্ডাংশের পক্ষপাতি। সুতরাং কোনো মানুষ কিয়দংশ ইমানের মালিক হতে পারে। এবং তার ওপর ইমানদারের হুকুমও দেওয়া যেতে পারে এবং তার সাথে যেমন আমল আছে সে অনুযায়ী ছাওয়াবও। আর তার বিপক্ষে যে আমল আছে তদনুযায়ী পাপের সাব্যস্তকরণ করা যেতে পারে এবং বান্দার ইমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে আল্লাহ

www.pathagar.com

তায়ালার বিলায়াত সাব্যস্ত করা যেতে পারে। সুতরাং বান্দার ইমান ও তাকওয়ার ভিত্তিতে তার সাথে আল্লাহ তায়ালার বিলায়াত সম্পৃক্ত থাকে একথা বলা যায়। কেননা তাঁর বন্ধুরাই তো মুমিন, মুত্তাকী। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون

মনেরেখ নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ তায়ালার বন্ধু তাদের না কোনো ভয় ভীতি আছে আর না তারা চিন্তান্বিত হবে যারা ইমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে (সুরা ইউনুস ১০ : ৬২)।

এখন আর একটি প্রশ্ন বাকি থাকে। সাব্যস্তকরণ, প্রত্যয়ন ও গভীরতার দিক বিচারে ইলম ও ইমান কি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কিংবা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়? আমাদের বর্ণিত সবকিছুই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয়াবলির হ্রাসবৃদ্ধির ওপর ভিত্তিকৃত। যা ইলম ও ইমানের সম্প্রসারিত চক্রের হ্রাসবৃদ্ধির দিকে পৌঁছে দেয়। আর অনুরূপভাবে আমাদের উল্লেখিত ইসলামি উপদলসমূহের পর্যালোচনা সুস্পষ্ট নয়। জ্ঞানের গভীরতায় যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে ইমানের ক্ষেত্রে তা সম্ভব কি– না? পুনর্বার আমাদের আয়াতসমূহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ

তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেন যেন তারা তাদের ইমানের সাথে ইমানকে বৃদ্ধি করে নেয় (সুরা ফাতহ ৪৮ : ৪)।

সুতরাং এ বৃদ্ধি যা প্রশান্তির আধার তা কি গভীরতার বৃদ্ধি কি না? এটা কি সাব্যস্তকরণ ও দৃঢ়করণের বৃদ্ধি?

শাফেয়ী র. বলেন, নিশ্চয়ই সংবাদ দৃঢ়তা ও সাব্যস্ততাকে বাড়িয়ে দেয়, আমরা বলি কুরআন ও সুন্নাহর সংবাদ অবশ্যই ইলম। ইমাম শাফেয়ী তার কথাবার্তায় কিছু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন যার দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, সংবাদ কোন কোন বিষয় বর্ণনাকে বৃদ্ধি করে দেয়।

এ সব প্রশ্নে আলোচনার অবকাশ রয়েছে সাব্যস্তকরণ ও দৃঢ়করণের দিক থেকে কি ইলম ও ইমানের বৃদ্ধি – কমতি হয়ে থাকে? সেটা কিরূপে হয়ে থাকে? তার পন্থাই বা কী? এবং ইলম ও ইমানের মধ্যকার সম্পর্কে এর প্রভাবই বা কী? আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইলমে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতরাই ইমানের প্রশ্নে ভ্রষ্টতা থেকে বাঁচতে নিরাপত্তার রোধনী। তাহলে বিষয়টি কি এটাই যে, ইলমের পরিমাণ যেমন ইমানের পরিমাপও তেমন হবে এবং যখনই ইলম বৃদ্ধি পাবে তখনই তা অদৃশ্য হবে যেন তা প্রত্যক্ষ করা

www.pathagar.com

যাবে। সুতরাং অদৃশ্য বিষয়ে ইমানের শীর্ষস্থান হচ্ছে যে তা উপলব্ধি করা যাবে যেন তা প্রত্যক্ষ করা যাবে? অর্থাৎ ইহসানই হচ্ছে ইমানের বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ যেন তা ইলমেরও বিষয়বস্তু।

ইলম, ইমান ও আমল

ইমানের হ্রাসবৃদ্ধির ব্যাপারে ইসলামি চিন্তাবিদগণ যে বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন তন্মধ্যে ইমাম ইবনু তাইমিয়ার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য : উমাইর ইবনু হাবীব আল-খাতবী প্রমুখ সাহাবিরা মনে করতেন ইমানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো ইমানের হ্রাসবৃদ্ধি কী? তিনি বললেন, আমরা যখন প্রশংসা করি, জিকির করি, তার তাসবিহ পাঠ করি এটাই ইমানের বৃদ্ধি। আবার যখন আমরা তাঁকে ভুলে যাই, বিস্মৃত হয়ে যাই, উপেক্ষা করি এটাই ইমানের হ্রাস। তিনি আরো বলেন, ইমানের বৃদ্ধি ঘটে ইবাদাতের মাধ্যমে যদিও তা মুস্তাহাব হোক না কেন? আর কোন ওয়াজিবকে বিনষ্ট করার মাধ্যমে ইমানের হ্রাস ঘটে থাকে। এছাড়াও আন্তরিক স্বীকৃতি আন্তরিক কর্মকে বৃদ্ধি করে। সুতরাং অন্তর যখন আল্লাহ তায়ালার উলুহিয়াতের এবং রসুলের রিসালাতের স্বীকৃতি দেয় তখন নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের ভালোবাসা ও মহত্বকে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুলের আনুগত্যের স্বীকৃতি বহন করে। এই স্বীকৃতির জন্য একটা অত্যাবশ্যক বিষয় যাকে পৃথক করা যায় না। তবে কোনো প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পৃক্ত হলে তা স্বতন্ত্র। যেমন : আত্মম্ভরিতা, হিংসা কিংবা অনুরূপ কোনো বিষয় যা আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে অহমিকা আবশ্যক করে এবং তার রসুলের প্রতি বিদ্বেষ কিংবা অনুরূপ কোনো বিষয় যা কুফরিকে ওয়াজিব করে, যেমন : কুফরি করেছিল ইবলিশ, ফেরাউন, তার জাতি, ইয়াহুদি, মক্কার কাফিরগণ প্রমুখ অবাধ্য ও অস্বীকারকারী বান্দাগণ। ফলে তারা হলো ওই সমস্ত মানুষ যারা মৌখিক স্বীকৃতিকে, অন্তরে বিশ্বাস ও কর্মে বাস্তবায়ন করেনি। সুতরাং তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা আর তাসদিক তথা সত্যায়নের সুযোগ পাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

স্মরণ করো, মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ যখন তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রসুল। অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন (সুরা সাফফ্ : ৫)।

www.pathagar.com

সুতরাং তারা ছিল জানাশোনা লোক। অতঃপর তারা যখন বক্র হয়ে গেল তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আর মুসা ফেরাউনকে বলেছিল,

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ

মুসা বলেছিল, তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে এ সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ

এভাবে ফেরাউনের নিকট শোভনীয় করা হয়েছিল তার মন্দ কর্মকে এবং তাকে নিবৃত্ত করা হয়েছিল সরল পথ হতে এবং ফেরাউনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে।

كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

এভাবেই আল্লাহ তায়ালাই প্রত্যেক দাম্ভিক অহংকারীর অন্তরে মোহর মেরে দেন। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

তারা আল্লাহ তায়ালার নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের নিকট যদি কোনো নিদর্শন আসত তবে অবশ্যই তারা এতে ইমান আনত। বলো নিদর্শনতো আল্লাহ তায়ালার এখতিয়ার, তাদের নিকট নিদর্শন আসলেও তারা যে, ইমান আনবে না এটা কিরূপে তোমাদের বোধগম্য করানো যাবে? তারা যেমন প্রথমবারে তাতে ইমান আনেনি তেমনি আমিও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ দিব (সুরা আন'আম ৬ : ১০৯ : ১১০)।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছেন যে, আয়াত বা নিদর্শন ইমান আনাকে আবশ্যক করে না। যেমন তিনি বলেন,

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم

www.pathagar.com

এটা কিরূপে তোমার বোধগম্য হবে যে, তাদের নিকটে আল্লাহ তায়ালার আয়াত আসলেও তারা ইমান আনবে না। তাদের মনোভাবের পরিবর্তন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সূচিত করে দিব। অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রে এ তিনটি বিষয়ই ঘটতে দেখা যাবে। প্রথমত তারা ইমান আনবে না, দ্বিতীয়ত তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে। তৃতীয়ত তাদেরকে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে দেখা যাবে। অর্থাৎ তাদের নিকটে আল্লাহ তায়ালার আয়াত আসলেই এ তিনটি বিষয়ের বাস্তবতা উপলব্ধি করা যাবে।

তিনি আরো মনে করেন ইতোপূর্বে আমরা যা উল্লেখ করেছি তাতে ইবনু তাইমিয়ার সাথে সামান্য মতপার্থক্য হয় যা নিম্নোক্ত বিষয় থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

প্রথমত : আমলই ইলমকে প্রতিষ্ঠিত করে আর এটাই ইমান বৃদ্ধির দাবিকে যথার্থ করে। যেমন সেটা আচরণের মধ্যেও প্রবেশ করে।

দ্বিতীয়ত : যে কোনো ইলমের জন্যই আমল অত্যাবশ্যক। আর ইমান পূর্বোক্ত বিষয়দ্বয়ের উপলব্ধি মাত্র।

তৃতীয়ত : ইমান যে আমলকে ওয়াজিব করে তার অনুসরণ না করাটা ইমান শূন্যতার দিকে চালিত করে। যেমন ইলম অনুযায়ী আমল না করাটা ইলম শূন্যতার দিকে চালিত করে এবং পরক্ষণেই তা ইমান শূন্যতার দিকে চালিত করে। যেহেতু ইলমই ইমানের মূল ভিত্তি।

চতুর্থত : ইমান বিষয়ে ইলমের সংযোগ (নেতিবাচক পন্থায়) যথেষ্ট নয় বরং ইমানের প্রশ্নে ইলমের সংযোগ আবশ্যকীয় শর্ত। আর এটি অপর আবশ্যক শর্তের মাধ্যমে পূর্ণ হয় আর তা হচ্ছে এই সংযোগকৃত ইলম অনুযায়ী আমল করা।

পঞ্চমত : এ ইলমের প্রথম কাজ হচ্ছে তার স্বীকৃতি, অর্থাৎ যখন মানুষের কাছে কোনো নির্দিষ্ট ইলম তথা সংবাদ কিংবা প্রত্যক্ষ ঘটনা আসে সে অবস্থায় তার প্রথম কাজ হচ্ছে উক্ত বিষয়ে তৎপর হওয়া। আর সেটা হলো প্রত্যক্ষকৃত বিষয়টির স্বীকৃতি কিংবা সাক্ষ্য প্রদান। আর ইমান হলো অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন। এ স্বীকৃতি প্রদান সাক্ষ্য কিংবা বিশ্বাস স্থাপন উভয়টিই প্রত্যক্ষ ইলমের জন্য জরুরি নয়। বরং তা একটি মানব কর্ম মাত্র। কখনো কখনো মানুষ আন্তরিতা প্রদর্শন করে আবার কখনো কখনো ভুল করে।

ষষ্ঠত : এমনকি এ সংযোগকৃত ইলম তার পর্যায়সমূহের মধ্যে প্রথম পর্যায়েই নেতিবাচক হয়ে যায় যদি তার স্বীকৃতি বা সাক্ষ্য না মেলে। অথবা আনীত অদৃশ্য বিষয়টিও প্রথম পর্যায়েই তার প্রতিষ্ঠার জন্য চায় জাগৃতি যাতে থাকে দায়িত্ববোধ এবং স্বতস্ফূর্ততা সেটিই আচরণ। অন্যভাবে সেটাই আমল।

সপ্তমত : ইমান সম্পর্কিত বিষয়টিও অনুরূপ। ইমানকে সাব্যস্তকরণের উপায় হচ্ছে যে সে আমলকে আবশ্যক করবে। এটা অর্থাৎ- ইমান ও ইলমের সমন্বয় হলো

www.pathagar.com

ইসলাম। যার উপলব্ধি ইলমকে সাব্যস্ত করে না এবং ইমানের দিকে ধাবিত করে না। তবে সংকল্প, দায়িত্ববোধ ও তা মেনে নেওয়ার মাধ্যমে হলে সেটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর এটা আমলের পর্যায়কে উন্নত করে, আমলের ক্ষেত্রে ইলম ও ইমানকে সংযুক্ত করে। সুতরাং এটি স্পষ্ট হলো যে, মানুষ ছওয়ার প্রাপ্ত হয় কিংবা শাস্তিযোগ্য হয় তৎপ্রতি তার আগ্রহ কিংবা অতি আকর্ষণের কারণে।

মানুষ যখন ইলম ও ইমানের আবশ্যককৃত বিষয় সম্পাদনে ব্রতী হয় তখনই তার অদৃশ্যের প্রতি ইমান বৃদ্ধি পায়। কেননা, আমলই মানুষের কলব ও অনুভূতিকে উন্নত করে। ফলে যে যত বেশি আমল করে তত বেশি দিব্যজ্ঞাণে সমৃদ্ধ হয়। জানার পরিধি ও ব্যাপকতা বেড়ে যায়। সে অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট হয়ে যায়। এতে তার অদৃশ্যের প্রতি ইমান বেড়ে যায়। তখনই মারিফাতের পর্দা উন্মোচনে তা শক্তিমান হয়ে যায়। তার মাঝে আলোকভেদ্যতার সূচনা হয়। তবে স্মর্তব্য বিষয় হলো অদৃশ্য আল্লাহ ব্যতীত কেউ তা জানে না।

ইবনু তাইমিয়া বলেন,

ইলম ও তাসদীকের কারণে যে আমল ওয়াজিব হয় তা বর্জন করা কখনো কখনো তাসদীক ও ইলমহীনতার দিকে পৌঁছিয়ে দেয়। যেমন বলা হয়!

العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل

অর্থাৎ ইলম গুঞ্জরিত হয় আমলের মাধ্যমে, আমলের মাধ্যমে ইলমের জবাব দেওয়া হলে ইলম স্মিত হয় নতুবা তা প্রস্থিত হয়।

অনুরূপভাবে বলা হয়ে থাকে আমরা আমলের মাধ্যমে ইলমের সংরক্ষণের জন্য সাহায্য চাইতাম। কেননা, ইলম ও তাসদিক নিয়ত ও আমলের কারণ। আর নিয়ত ও আমলহীনতা ইলম ও তাসদিকহীনতার কারণ। অর্থাৎ একটি অপরটির পরিপুরক।

অষ্টমত : নিশ্চয়ই ইলমই আমলের ভিত্তি। যেমন ইতোপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, ইলমই ইমানের হুজ্জাত এবং শাহাদাতের মূল ভিত্তি। সুতরাং তা আমলেরও মূল ভিত্তি। আর ইলমহীন আমল মূর্খতার প্রক্ষেপণের নামান্তর। আমরা যখন এটা জানলাম তখন আমরা মুসলমাদের আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল নির্দেশিত আমলের প্রতি তাদের অতি আগ্রহও বুঝতে পারলাম যে, শুধুমাত্র পূণ্যকর্ম হলেই চলবে না। বরং ইলমের সাথে তার সংযোগ হতে হবে। আর তাতেই ইমানের গভীরতা বৃদ্ধি পাবে। ইবনু তাইমিয়া বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে যে, সে দৃষ্টি রাখবে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল

www.pathagar.com

যা করতে বলেছেন সেটি সম্পাদন করবে। আর তারা যা করতে নিষেধ করেছেন সেটি বর্জন করবে। এটিই আল্লাহ তায়ালার তরিকা ও পথ এবং তার সরল সঠিক জীবন ব্যবস্থা। এটি তাদের পথ যারা তার নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছেন। বিশেষত নবিদের, সত্যবাদীদের, শহীদদের এবং সৎকর্ম পরায়ণদের। এ সরল পথ ইলম ও আমল উভয়টিকেই অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং যে ইলম অর্জন করবে এবং ইলম অনুসারে আমল করবে না সে হবে পাপী। আর যে না জেনেই আমল করবে সে হবে ভ্রষ্ট। আর আল্লাহ তায়ালা আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমরা দোয়া করি তুমি আমাদের সরল পথ দেখাও যে পথ নিয়ামতপ্রাপ্তদের, যে পথ অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের নয়। নবি আ. বলেছেন, ইহুদিরা অভিশপ্ত আর খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট, এর ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, ইহুদিরা সত্য জানত কিন্তু তদানুযায়ী আমল করত না। আর খ্রিষ্টানরা না জেনেই আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করত। এ জন্যই পূর্ববর্তী আলিমগণ বলেছেন, জ্ঞানী পাপী এবং মূর্খ ইবাদতকারীর ফিতনা থেকে বেঁচে থাক। কেননা তাদের ফিতনা সকলের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ।

তারা আরো বলতেন – উলামাদের মধ্য থেকে যে ফিসকি করে ইয়াহুদিদের সাথে তার সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়। আর ইবাদতগুজারদের মধ্যে যে ফিসকি করে তাতে খ্রিষ্টানদের সাথে তার সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়। সুতরাং যে শুধুমাত্র ইলমের প্রতি আহ্বান করবে সে ভ্রষ্ট। আর বিদআতীদের পন্থা অনুসরণ করে সে অতিভ্রষ্ট। প্রকৃতপক্ষে সে কিতাব ও সুন্নাত বিরোধী বিষয়ের অনুসরণ করে আর মনে করে যে, এগুলো ইলম। আসলে সেগুলো ইলম নয় বরং জাহালত বা মূর্খতা। অনুরূপভাবে যে, ইবাদতের ক্ষেত্রে বিদআতীদের নীতি অনুসরণ করে সে এমন সব কর্ম সম্পাদন করে যা শরিয়াহ বিরুদ্ধ। কিন্তু ওইসবকে সে ইবাদত মনে করে অথচ তা ভ্রষ্টতা। বিভিন্ন বিকৃতি সাধনকারী দলের মধ্যেই এটা বেশি দেখা যায় যে তারা শুধুমাত্র আমলের প্রতি আহ্বান করে থাকেন। ইলমের প্রতি নয়। আর তাদের এ আহবান হয়ে থাকে বিদআত মূলক যা শরিয়াহ বিরূদ্ধ। অথচ আল্লাহর পন্থা ইলম ও আমল ব্যতীত পরিপূর্ণ হয় না যা শরিয়ত সমর্থিত।

অতঃপর সুফি ইবাদতগুজার মরমী ও আধ্যাত্মবাদীদের পথ হলো যে, যদি তারা শরিয়ত সমর্থিত ইলমের পথ গ্রহণ না করেন তবে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবেন এবং তাতেই যত অনিষ্টতা। আর ফকিহ, জ্ঞানী, যুক্তিবিদদের পথ হলো যে যদি তারা শরিয়তের অনুসরণ না করেন এবং ইলম অনুযায়ী আমল না করেন তবে তারা পাপী হবেন, পথভ্রষ্ট হবেন এটিই হচ্ছে মূল কথা যার ওপর আস্থা পোষণ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

উপেক্ষা ও কুফরি প্রসঙ্গ

উপেক্ষা, পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও অস্বীকার প্রসঙ্গে

ইলম ও প্রত্যক্ষ বিষয়, ইমান ও গায়েব, ইলম ও ইমান ইত্যকার মধ্যকার সম্পর্কের বর্ণনার পর আমাদের জন্য স্মর্তব্য যে, মানুষ তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে (তার স্বীকৃতি দিবে, সাক্ষ্য দিবে, তাতে গায়েব থেকে আসা বিষয়াবলির প্রতি ইমান আনবে)।

আরো স্মর্তব্য যে, আমরা তাদের কার্যাবলির প্রতি লক্ষ্য রাখব যারা ইলম বা ইমান কোনটিই গ্রহণ করে না। আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে বলেন,

وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ

তারা কোনো নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এটা তো চিরাচরিত যাদু (সুরা ক্বামার ৫৪ : ২)।

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ

বরং তাদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না। ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় (সুরা আম্বিয়া ২১ : ২৪)।

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। কিন্তু, তারা আকাশস্থিত নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরে নেয় (সুরা আম্বিয়া ২১ : ৩২)।

وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ

যদি তাদের উপেক্ষা তোমার কাছে কষ্টকর হয় তবে পারলে ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ করো এবং তাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে এস (সুরা আন'আম ৬ : ৩৫)।

www.pathagar.com

সুতরাং উপেক্ষা – হচ্ছে বাস্তবতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়াকে অস্বীকার করা তথা দৃষ্টি না দেওয়া। কোনো বিষয়ে ইলম অর্জিত হওয়ার পর মানুষের প্রথম কাজ হচ্ছে তৎপ্রতি গুরুত্ব প্রদান করা কিংবা তা বর্জন করা। কেননা, এ পর্যায়ে বিপরীত আমল হচ্ছে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কিংবা অহংকারবশত তা না দেখা, এটাই হলো উপেক্ষা। অনুরূপ অর্থ আমরা নিচের আয়াতগুলোতেও লক্ষ্য করে থাকি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সুতরাং তারা শোনে না (সুরা ফুচ্ছিলাত : ৪)।

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ

যখনই তাদের কাছে দয়াময়ের নিকট থেকে কোনো নতুন উপদেশ আসে তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (সুরা আশ-শুআরা ২৬ : ৫)।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا

কোনো ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর সে যদি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (সুরা কাহাফ ১৮ : ৫৭)।

প্রকৃত বাস্তবতার প্রত্যক্ষণ কিংবা কোনো সংবাদ শ্রবণের পর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হচ্ছে ওই বিষয়ের স্বীকৃতি প্রদান। কেননা এর বিপরীত আমল হচ্ছে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا

যখন তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন সে তা শুনতে পায়নি (সুরা লোকমান ৩১ : ৭)।

فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

তুমি তো মৃতকে শোনাতে পারবে না, বধিরকে পারবে না আহ্বান শোনাতে, যখন তারা মুখ ফিরিয়ে চলে যায় (সুরা রূম ৩০ : ৫২)।

কোনো বিষয় প্রত্যক্ষ কিংবা কোনো ইলমের অবগতির পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে অদৃশ্য বিষয়ে যে ইলম আসে তৎপ্রতি ইমান আনা এবং ওই ইলম ও ইমান মাফিক আমল করা। কেননা, এ বিষয়ের বিপরীত আমল অনেক কিছু হতে পারে। যেমন মিথ্যারোপ

www.pathagar.com

করা, গোপন করা ইত্যাদি। আর এ সকল বিষয় ইমানের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ

আমি তো তাকে আমার সমস্ত নিদর্শন দেখিয়েছিলাম। কিন্তু, সে মিথ্যা আরোপ করেছে ও অমান্য করেছে (সুরা ত্বহা ২০ : ৫৬)।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসবার পর তা অস্বীকার করে তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে হতে পারে (সুরা যুমার ৩৯ : ৩২)?

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

আল্লাহ তায়ালার সাক্ষাত যারা অস্বীকার করেছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তারা সৎ পথ প্রাপ্ত ছিল না (সুরা ইউনুস ১০ : ৪৫)।

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا

কিন্তু তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করেছে এবং যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে তার জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি (সুরা ফুরকান ২৫ : ১১)।

وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

যখন তাদের একদল আল্লাহ তায়ালার বাণী শ্রবণ করে, অতঃপর তারা তা হৃদয়ঙ্গম করার পর বিকৃত করে অথচ তারা জানে (সুরা বাকারা ২ : ৭৫)।

وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

আর নিশ্চয়ই তাদের একটি দল জেনেশুনে সত্যকে গোপন করতে চায় (সুরা বাকারা ২ : ১৪৬)।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ

কাফিররা বলে তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি করো (সুরা ফুচ্ছিলাত : ২৬)।

www.pathagar.com

কুফর প্রসঙ্গ

উপেক্ষা করা, মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, অস্বীকার করা ইত্যাদি এমন কাজ যা উক্ত ব্যক্তিকে বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া থেকে কিংবা শ্রুত সংবাদ থেকে সরিয়ে দেয়। আর অদৃশ্যের ইলম অর্জিত হওয়ার পর তা থেকে সরে আসাটাই কুফরি। আমরা উল্লেখ করেছি যে, অদৃশ্যের দিকে গমনই প্রত্যক্ষকরণ তরান্বিত করে। কেননা, যে উপেক্ষা করে, মুখ ফিরিয়ে নেয় কিংবা অস্বীকার করে তখনই সে অদৃশ্য প্রাপ্তির রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু এখানে স্মর্তব্য যে, ইলম অতি সুস্পষ্ট হওয়ার পরেও যে ইলমের দাবি ও চাহিদা থেকে পালাতে চায় প্রকৃত প্রস্তাবে সে কুফরি করে। আর কুরআনুল কারীমের আয়াত সুস্পষ্টভাবে বলে যে, কুফর হচ্ছে ইমানের বিপরীত। ইমান হচ্ছে অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ। তাই কোনো মানুষ প্রকাশ্য বিষয়ের কুফরি করতে পারে না বরং কুফরি করে অদৃশ্য বিষয়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ

তুমি কি তাকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা ও পরে শুক্র থেকে (সুরা কাহাফ : ৩৭)?

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ

বলো, তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি এই কুরআন আল্লাহ তায়ালার নিকট থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। অতঃপর তোমরা তা অস্বীকার করো (সুরা ফুচ্ছিলাত : ৫২)।

تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ

তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহ তায়ালাকে অস্বীকার করতে এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে যার সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই (সুরা গাফির : ৪২)।

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন তারা তাদের শত্রু হবে এবং তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে (সুরা আহকাফ ৪৬ : ৬)।

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا

www.pathagar.com

পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পর পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে (সুরা আনকাবূত ২৯ : ২৫)।

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

কখনই নয় তারা তো তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে (সুরা মারইয়াম ১৯ : ১৯)।

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

তোমরা তাদেরকে যে শরিক করেছ তা তারা কিয়ামতের দিন অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে অবহিত করতে পারবে না (সুরা ফাতির ৩৫ : ১৪)।

সুরা কাহাফের আয়াতে কুফরকে যার সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে তিনি হলেন মহান আল্লাহ তায়ালা। আর সুরা আহকাফের আয়াতে কুফরি সংশ্লিষ্ট বিষয় হচ্ছে রিসালাত। আর সুরা গাফিরের আয়াতে কুফরি সংশ্লিষ্ট বিষয় হচ্ছে ওয়াহদানিয়াত বা একত্ববাদ। আর উল্লেখিত অন্যান্য আয়াতে দুনিয়ার বিভিন্ন অবস্থাদি ও আখিরাতে তা অস্বীকারের বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আর সুরা বাকারায় আমরা দেখতে পাই যে, কুফর হলো ইমানের বিপরীত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

যে ইমানের পরিবর্তে কুফরি গ্রহণ করে সে নিশ্চিতভাবে সরল পথ হারায় (সুরা বাকারা ২ : ১০৮)।

অভিধানে কুফর হচ্ছে – আবরিত করা, ঢেকে দেওয়া। ইসলামের পরিভাষায় কুফর হচ্ছে অদৃশ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট যে ইলম এসেছে তা ঢেকে দেওয়া বা গোপন করাই কুফর। সুতরাং কুফর হলো ইমানের বিপরীতার্থক শব্দ। কেননা ইমান হলো অদৃশ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট ইলমের বাস্তবায়ন এবং কর্মের মাধ্যমে তার প্রকাশ। এটিই যারা বলে আমল ইমানেরই চাহিদা এবং তার অংশ তাদের বক্তব্যকে এবং নিশ্চয়ই ইমান আন্তরিক স্বীকৃতি ও কর্মে পরিণতকরণ এ বক্তব্যকেও শক্তিশালী করে।

আর শিরক কুফরের মতোই কেননা তা একত্ববাদকে গোপন করে ফেলে। আর এ সংক্রান্ত ইবনু তাইমিয়ার বক্তব্য আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি বলেছেন, রবুবিয়াতের একত্ববাদ কুফরকে অস্বীকার করে না। কেননা যে, রবুবিয়াতের ক্ষেত্রে একত্ববাদী মনোভাব পোষণ করে সে কখনো কখনো উলুহিয়াতের ক্ষেত্রে শিরক করতে

www.pathagar.com

পারে। যেমন সে ফেরেস্তা কিংবা আখিরাত প্রভৃতির প্রতিও কুফরি করতে পারে। অর্থাৎ কুফর ইমানের বিপরতী ধর্মী শব্দ। তার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا

নিশ্চয়ই ইমান গ্রহণের পর কুফরি করেছে অতঃপর তাদের কুফরিকে বাড়িয়ে দিয়েছে (সুরা আলে ইমরান ৩ : ৯০)।

আর তা সম্ভব হতে পারে ইলম ও ইমানের চাহিদা অনুযায়ী আমল না করার মাধ্যমেই। যেমন আমরা ইতোপূর্বে বলেছি। কিংবা তা সম্ভব হতে পারে ওই সব দাবির বিপরীতধর্মী আমলের মাধ্যমে। আর তাহলো আল্লাহ তায়ালার নির্দেশিত ও নিষেধিত বিষয়ের অবাধ্যতা। নাউযুবিল্লাহ।

ব্যবহারিক অর্থ ও ইসলামিক অর্থ

ইলম, ইমান ও কুফর সম্পর্কে এ উপলব্ধিত বিষয়াবলি যা আমরা এতক্ষণ যাবৎ মুসলিম চিন্তাবিদদের বর্ণনালোকে আলোচনা করেছি – তা একটি ছোটখাট বিশ্বকোষ হতে পারে। যেহেতু ইসলামি চিন্তাবিদগণ ধর্মীয় ও ব্যবহারিক বাস্তবতা নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন এবং তারা এসব শব্দ ও পরিভাষাকে ব্যবহারিক অর্থে সীমিত রাখতে চেয়েছেন। সুতরাং ব্যবহারিক অর্থ কোনোভাবেই ইসলামি অর্থের বহির্ভূত হতে পারে না। তবে তা হতে পারে সীমাবদ্ধ, সীমায়িত ও সুবিন্যস্ত। আর রসুলের জীবনাদর্শনেই রয়েছে ইসলামি চিন্তাবিদদের জন্য উত্তম আদর্শ। আর হাদিস শরিফের বক্তব্য অনুযায়ী ইমান হলো – আল্লাহ তায়ালার প্রতি, ফেরেস্তাদের প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি, রসুলদের প্রতি, আখিরাতের প্রতি এবং অদৃষ্টের ভালোমন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নাম।

কিন্তু, আমরা যখনই এ সকল শব্দ ও পরিভাষা বুঝতে কুরআন, সুন্নাহর বাইরে দৃষ্টি দিব তখনই আমরা এসব ইসলামি পরিভাষাসমূহের নানামুখী ব্যবহার দেখতে পাব। যার এত বেশি আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে ইলম ও ইমানের এই অর্থসমূহ বৈশ্বিক, সামাজিক ও মানবিক ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভূ। আর এটিই জ্ঞানের একীভূতকরণ ও ইসলামিকরণের মূল কারণ। আর এভাবেই ইসলামি অর্থ গণ্য হয়েছে সাধারণ অর্থে যা ইসলামি নীতিশাস্ত্রবিদরা ব্যবহার করেছেন। আর বিশেষ অর্থ হয়েছে বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য। আর নির্ধারিত ক্ষেত্রসমূহে নির্ধারিত শব্দ ব্যবহৃত হতে পারে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইলম ও ইমান অর্জনের উপায়সমূহ

ইলম, ইমান প্রভৃতি বিষয়ের মর্মার্থ নির্দিষ্টকরণ মূলত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট মর্মার্থের নির্দিষ্টকরণের অনুরূপ। একইভাবে আমরা ইলম ও ইমান অর্জনের উপায়সমূহকেও নির্দিষ্ট করতে পারি। আমরা দেখেছি যে, দৃশ্যমান বস্তু চক্ষুদ্বারা কিংবা ত্বক দ্বারা অনুভূত হয়। আর সংবাদ কান দ্বারা শ্রুত হয়। সুতরাং ইলম যেমনই হোক না কেন তা হবে অনুভূত বিষয়।

অতঃপর ত্বক, কান ও চক্ষু দ্বারা অর্জিত ইলমের ক্ষেত্রে কী ঘটে থাকে? আয়াত সুস্পষ্ট করে যে, এটা এমন ইলম যাকে উপলব্ধি করে অন্তর। অর্থাৎ অন্তরই তাকে ধরে রাখে ও সাব্যস্ত করে। সুতরাং অনুভব করার পরই অন্তরের একটি মুখ্য ভূমিকা লক্ষ্য করি। আর এটা শুরু হয় বিরত রাখার মাধ্যমে কিংবা ইলমের সাব্যস্তকরণের মাধ্যমে। ফলে চক্ষু, কান কিংবা ত্বক যা জানতে পারে সে তাকে যেতে দিতে চায় না বরং তা বুঝতে চায়। অতঃপর এটিই হলো দ্বিতীয় বিষয় যে বিষয়ে অন্তর থাকে সক্রিয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا

তারা কি দেশভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় শ্রুতি শক্তি সম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত (সুরা হজ্জ ২২ : ৪৬)।

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا

আমি তো বহু জ্বিন মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু, তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে কিন্তু দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে তা দ্বারা শ্রবণ করে না (সুরা আরা'ফ ৭ : ১৭৯)।

শেষ কথা

তাহলে তাফাক্কুহ্ ফিল ইলম বলতে কী বোঝাবে? আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, তাফাক্কুহ হলো বিভিন্ন বিষয়ের পার্থক্য সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জানা এবং বুঝা।

আর হৃদয়ঙ্গমকৃত এ আকল ও তাফাক্কুহ্ এর ফলাফল কী?

www.pathagar.com

আয়াত প্রমাণ করে যে, এর ফলাফল হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাস যা অদৃশ্য বিষয়ের ইলমকে একীভূত করে।

এক্ষণে দুটি বিষয়ের একটি হলো ইলম যা অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। আর দ্বিতীয়টি হলো ইমান যা অন্তর দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। অনুভূতি কোনো কোনো বিষয়, ঘটনা কিংবা বিবৃতির প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে অন্তর তা উপলব্ধি করে। অতঃপর এ উপলব্ধিকে অন্তর অনুধাবন করে এবং হৃদয়ঙ্গম করে। ফলে তার দ্বারা সে অদৃশ্যকে উপলব্ধি করে আর এটাই হলো তাফাক্কুহ ।

মানবীয় আচরণের কুরআনী বর্ণনা

যদি ইসলামি মর্মার্থের অর্থ এটাই হয়ে থাকে তবে তা ইলম ও ইমান অর্জনের পন্থাও বটে। আল কুরআনুল কারীম ও মানবীয় আচরণকে এভাবেই বর্ণনা করেছে। সুতরাং মানুষ যা দেখে ও অনুভব করে তার স্বীকৃতি প্রদান ও প্রত্যক্ষণ তার জন্য আবশ্যক। আর হ্যাঁ এই জন্যই কুরআনুল কারীম মানুষকে এমন করতে আহবান করেছে। আর যে তা করে তার প্রশংসা করেছে। তবে অধিকাংশ মানুষই তা করে না। আর কুরআনুল কারীম প্রত্যাশিত ইলম অর্জনের প্রচেষ্টাকারীর জন্য সর্বোত্তম গুণের বর্ণনা দিয়েছে। আর তা হলো তাকওয়া।

সুতরাং তাকওয়াই হলো ইলম অর্জনের চাবিকাঠি। আর ইলম হলো ইমানের প্রবেশ দ্বার। যার অনুগমন করে আমল। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الٓمٓ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

> আলিফ লাম মীম। এটি এমন কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াতস্বরূপ। যারা অদৃশ্যের প্রতি ইমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে প্রদেয় রিজক থেকে খরচ করে (সুরা বাকারা ২ : ১-৪)।

এখানে কিতাব অর্থাৎ ইলম – যা মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াতস্বরূপ– যা নিতান্তই ইলমের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং এ ইলম মুত্তাকীদেরকে অদৃশ্যের প্রতি ইমানের পথ দেখায়। আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। যেমন : সালাত কায়েম করা। যাকাত আদায় করা প্রভৃতি।

আর যে এর বিপরীত পথ অবলম্বন করে সে ইলম উপার্জনের যথোপযুক্ত পথ খুঁজে পায় না। বরং সে এ চরম বাস্তবতার বিরোধিতা করে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। বাস্তবতাকে ঢেকে রাখে। সে দাম্ভিক বৈ কিছু নয়।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

ইলম ও ইমানের পর্যায়সমূহ

নিশ্চয়ই অনুভূতি হচ্ছে- প্রত্যক্ষকারীর অনুভবের মাধ্যম যা আমাদের নিশ্চিত ইলম দিয়ে থাকে। সেটিই প্রত্যক্ষ অনুভূতি। অন্তর সেতো আমাদের অদৃশ্যের অনুভূতি প্রদান করে থাকে যা আমাদের বিশ্বাস তথা ইমানের ফায়দা দিয়ে থাকে। আর সেটিই হলো পরোক্ষ অনুভূতি। তাহলে এ দুটি পদ্ধতির কোনটি উচ্চ পর্যায়ের? এক্ষেত্রে সম্ভবত আমার জবাব হবে সেটিই যা উন্নত পর্যায়ভুক্ত, যা শীর্ষপর্যায়ে পৌছে দেয়। তাহলে কোনটি উচ্চ পর্যায়ভুক্ত ইলম নাকি ইমান?

আমি মনে করি দুনিয়া ও আখিরাতকে একীভূত করে ইসলামি জীবনদর্শন। যার দৃষ্টিভঙ্গি হলো ইলম প্রথম পর্যায়ভুক্ত। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

> সেদিন কোনো কোনো মুখমণ্ডল উজ্জ্বল বর্ণ হবে – তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে, (সুরা কিয়ামাহ : ২২-২৩) সুতরাং মানুষের মধ্য থেকে যে দল তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে তারাই তাদের প্রভুর অধিকতর নিকটবর্তী এবং সর্বোত্তম মর্যাদাপ্রাপ্ত।

আমরা আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বলতে পারি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমান আনয়ন সৃষ্টি জগত সম্পর্কে ইলম অপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতকে একীভূতকারী ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রথম পর্যায়ে রয়েছে আল্লাহ তায়ালার ইলম আর দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে তাঁর প্রতি বিশ্বাস। অতঃপর তৃতীয় পর্যায়ে সৃষ্টি জগতের ইলম চতুর্থ পর্যায়ে তৎ বিষয়ে ইমান আনয়ন। তাহলে বুঝা গেল, ইলম ও ইমান দুটি আলাদা অনুভূতিলব্ধ বিষয়।

www.pathagar.com

বিআইআইটি থেকে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের তালিকা (পার্ট - ৩)

আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ

রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ১ম খণ্ড		২৫০/-
রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ২য় খণ্ড (সাদা ২৫০)	অফসেট ⇨	৩০০/-
রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ৩য় খণ্ড		২০০/-
রাসুলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা ৪র্থ খণ্ড (সাদা ২৫০)	অফসেট ⇨	৩০০/-

জামাল আল বাদাবি *পিএইচডি*

মুসলিম নারী-পুরুষের পোশাক	২৫/-

জ. ধর্মতত্ত্ব

জামাল আল বাদাবী *পিএইচডি*

ইসলামি শিক্ষা সিরিজ (একত্রে ৩ খণ্ড)	৩০০/-

ত্বাহা জাবির আল্ আলওয়ানী *পিএইচডি*

উসূলুল ফিক্হ	৭০/-
কুরআন ও সুন্নাহ : স্থান-কাল-প্রেক্ষিত	৫০/-
ইসলামের মতানৈক্য পদ্ধতি	১৪০/-
আল কুরআন ও মহাবিশ্ব : সমন্বিত ধারায় অধ্যয়ন	৭০/-

ইসমাঈল রাজী আল ফারুকী *পিএইচডি*

আত-তাওহীদ : চিন্তাক্ষেত্রে ও জীবনে এর অর্থ ও তাৎপর্য	২০০/-

প্রফেসর রশীদ আহমদ জালন্ধরী *পিএইচডি*

তাফসীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক	১০০/-

আব্দুলহামিদ আহমদ আবুসুলায়মান *পিএইচডি*

জ্ঞানের ইসলামায়ন	৩০/-
ইসলামের দন্ডবিধি	২০/-

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী *পিএইচডি*

ইসলামে দাওয়াতের পদ্ধতি ও আধুনিক প্রেক্ষাপট	২০০/-
জ্ঞান ইসলামীকরণ : স্বরূপ ও প্রয়োগ, প্রফেসর	৩০/-

প্রফেসর ইয়াসার কানদেমীর *পিএইচডি*

শিশুতোষ ৪০ হাদিস	১২০/-

প্রফেসর বেলাল হোসেন *পিএইচডি*

তাইসীরুত তাফসীর (সুরাহ আল-হুজরাত)	২৫০/-

জেফরি লাং

আত্মসমর্পণের দ্বন্দ্ব	২৪০/-

ড. জামাল বাদি এবং ড. মুস্তাফা তাজদিন

সৃজনশীল চিন্তা : ইসলামি পরিপ্রেক্ষিত	২৩০/-

ঝ. Journals (Half yearly)

Bangladesh Journal of Islamic Thought (BJIT)	
$ 20.00 Individual $ 30.00 Institution, Tk.	১৫০/-
International Journal of Islamic Thought (IJITs)	২০০/-
$ 35 Individual $ 50 Institution	

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

মারিফাত

মারিফাত কী?

পূর্বের অধ্যায়গুলোতে আমরা ইলম ও ইমানের মর্মার্থ, এদুয়ের মধ্যকার সম্পর্ক ইত্যাদি এবং এ দুটি বিষয়কে সুস্পষ্ট করে দেয় এমন সব বিষয়ের আলোচনা করেছি। যদিও আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল ইলম ও ইমান। আর ইসলামে মারিফাত তত্ত্বের প্রবেশপথও এটাই।

সে কারণেই ইলম ও ইমান সম্পর্কে ধারণা লাভ করার পর মারিফাত সম্পর্কেও পাঠকের মনোযোগ দেওয়া উচিত।

এক্ষণে, মারিফাত কি ইলম নাকি ইমান নাকি দুটোই? নাকি দুটোর বিপরীত কিছু? সম্ভবত এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে মারিফাত এমন এক জিন্স বা শ্রেণির নাম যার অসংখ্য শাখার মধ্যে ইলম ও ইমান দু'টি শাখা। অর্থাৎ ইলম ও মারিফাত ইমান ও মারিফাত এবং হতে পারে এ ধারণাটি সঠিক। কিন্তু এটি প্রমাণিত নয়। সম্ভবত এতে দর্শন ও অনৈসলামিক চিন্তাধারার প্রভাব থাকতে পারে যা দর্শন ও জ্ঞানের ক্ষেত্রকে আবৃত রেখেছে। আর সেজন্যই ইলম ও ইমানের মতো এক্ষেত্রেও চেষ্টা করবো। যেন আমাদের এ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করতে না হয়। তবে তা যদি ব্যাপক অধ্যয়ন ও ইসলামি নীতিমালার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় সেটি আলাদা কথা। সুতরাং আসুন আমরা কতিপয় ভিত্তির উল্লেখ করি যেগুলো আমরা এ অধ্যায়ে বিবেচনা করব এবং কুরআনের ওই আয়াতগুলো অধ্যয়ন করি যেগুলো কুরআনে বর্ণিত মারিফাতের প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন – প্রসঙ্গ তৃতীয়বারের মত

বলাবাহুল্য আমরা ইলম ও ইমানের আলোচনায় শাহিদ ও গাইব তথা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বিষয় দুটির ব্যাপক ভূমিকা লক্ষ্য করেছি। অর্থাৎ বিষয় দুটির আলোচনা ইলম ও ইমানের সাথে অনেক বেশি সম্পৃক্ত যেকোনো বিষয়ের চেয়ে। সুতরাং আমাদের মারিফাত শব্দ যুক্ত আয়াতগুলোর অধ্যয়ন অব্যাহত রাখতে হবে বিষয়টিকে বুঝার জন্য যে মারিফাত কি প্রকাশ্য না প্রচ্ছন্ন? আল্লাহ তায়ালা বলেন,

www.pathagar.com

فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ

তারা তার নিকট উপস্থিত হলো। সে তাদেরকে চিনল কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না (সুরা ইউসুফ ১২ : ৫৮)।

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ

তুমি কাফিরদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষ লক্ষ্য করবে (সুরা হজ্জ ২২ : ৭২)।

وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ

তবে তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে (সুরা মুহাম্মদ ৪৭ : ৩০)।

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

আর আঁধারে কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনবে (সুরা আ'রাফ ৭ : ৪৬)।

أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

এটা তাদেরকে চেনার জন্য সহজতর। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না (সুরা আহযাব ৩৩ : ৫৯)।

এ সকল আয়াত সুস্পষ্ট করে যে, মারিফাত প্রকাশ্য বা শাহিদ। কেননা, ইউসুফ আ. ভ্রাতৃবৃন্দ যখন তার কাছে প্রবেশ করেছিলেন তিনি তখন তাদের দেখেছিলেন, তাদের মুখমণ্ডলে অসন্তোষের ছাপ সেটিও প্রত্যক্ষ করার বিষয়, আরাফবাসীদের সুউচ্চ অবস্থানটাও প্রকাশ্য, অনুরূপভাবে তাদের দোপাট্টা দেখে তাদের চেনার বিষয়টিও প্রত্যক্ষ ইত্যাদি উদাহরণ থেকে বোঝা যায়। মারিফাত প্রকাশ্য বিষয়। তাহলে কি এ কথার অর্থ এটাই যে মারিফাত ইলমের সমার্থবোধক কিংবা সম্পূরক। পুনর্বার আয়াত লক্ষ্য করি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

তথাপিও তারা যা জ্ঞাত ছিল তা যখন তাদের কাছে আসল তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করল। সুতরাং কাফিরদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত। (সুরা বাকারা : ৮৯)

www.pathagar.com

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ

তারা আল্লাহ তায়ালার নিয়ামত চিনতে পারে। তারপরও সেগুলি অস্বীকার করে আর তাদের অধিকাংশই কাফির। (সুরা নাহল : ৮৩)

এ সকল আয়াত এটা সুস্পষ্ট করে যে, সত্য সম্পর্কে জানার পরে তা অস্বীকার করলে সে কুফরি করে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি যে, কুফরি কেবলমাত্র ইমান আনার বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রেই হতে পারে, ইলমের ক্ষেত্রে নয়। বরং ইলমের সাথে সংশ্লিষ্টকে বলা যেতে পারে পলায়নপর ও বিকৃত পরায়ন। তাহলে কি আয়াতে মারিফাত ইমানের সমার্থবোধক? এর পরেই সিদ্ধান্ত হয় যে মারিফাত কখনো কখনো ইলমের অর্থে আবার কখনো কখনো ইমানের অর্থে এসে থাকে।

সুতরাং আমরা আয়াতের প্রতি পুনর্বার দৃষ্টিপাত করব এবং অবশ্যই মারিফাতের সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। প্রথম কথা হচ্ছে এ সকল আয়াতে মারিফাতের বিষয়টি প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন। আসলে মারিফাত স্বত্তাগতভাবে শুরু হয় ইলম দিয়ে যার শেষ পরিণতি হয় ইমান দিয়ে। সেজন্য স্বত্তাগতভাবে মারিফাতের কিয়দংশে ইলম থাকতে হবে, আর কিয়দংশে ইমান আনতে হবে। সুতরাং ভ্রাতৃবৃন্দ সম্পর্কে ইউসুফের মারিফাত ছিল ইলমী যে তিনি ভাইদের চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু এ ইলম অপর আর একটি বিষয়ে ধাবিত করে তাহলো ইমান। যেন তিনি অনুভব করেছিলেন তারা সবাই ইয়াকুবের সন্তান এবং তার সহোদর ভাই। এ বোধের ভিত্তি ইলম কিন্তু তা ইলম নয় ইমান। অনুরূপভাবে কাফিরদের চেহারায় যা দৃষ্ট হবে তা তো ইলমের বিষয় কিন্তু তা একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ বোধের প্রতি ধাবিত করে যা ইমানের বিষয়। একইভাবে কথা শুনে চেনার বিষয়টিও ইলমের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এ ইলম তাদের অন্তরের একটি প্রকৃত অবস্থার অনুধাবনে সহায়তা করে যা ইমান। আসহাবে আরাফের অবস্থাও তদ্রুপ। এমনিভাবে মুসলিম মহিলারা তাদের দোপাট্টা টেনে তাদের সামনে এলে তারা তাদের চিনতে পারে এ ইলমী বিষয়টিও এ বোধের প্রতি ধাবিত করে যে, বস্ত্রের নিচেই রয়েছে আত্মা যা পবিত্রতাকে ভালোবাসে। এ বোধই ইমানের সাথে সংশ্লিষ্ট।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মারিফাত ইলম ও ইমান উভয়ের মাঝে অবস্থান করে। একটি অপরটির সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ মারিফাত শাহেদ ও গায়েব তথা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

আর সেজন্যই মারিফাত সম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা কুফরি করা সম্ভব হয়। যেহেতু প্রচ্ছন্নতা মারিফাতের বিষয় আবার তা ইমানেরও বিষয়।

www.pathagar.com

এসব আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, মারিফাত বিশুদ্ধরূপে ইলম নয় আবার তা বিশুদ্ধরূপে ইমানও নয়। বরং তা ইলম ও ইমানের মাঝামাঝি একটি উপলব্ধি। এ সকল বিষয় আলোচনা করার পর যে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যায় তাহলো ইলমের বিষয় প্রকাশ্য আর ইমানের বিষয় প্রচ্ছন্ন কিন্তু মারিফাতের বিষয় প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন উভয়টিই।

কেননা, প্রত্যক্ষের উপলব্ধি হলো ইলম যা অভিজ্ঞ মানুষদেরকে প্রচ্ছন্ন উপলব্ধির দিকে ধাবিত করে। আর তাহলো ইমান। এটা খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে হয়ে থাকে। কেননা মানুষের অধিকাংশ উপলব্ধিই মারিফাতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মারিফাত হলো ইমানের সাথে ইলমের মিশ্রিত অনুভূতি। তবে আল্লাহ যে, প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন বিষয়ে জ্ঞানী–এ বক্তব্যের সাথে তার কোনো বিরোধ নেই।

মারিফাত, ইমান, প্রকাশ্য ইলম ও গোপন ইলম

এ সকল পরিভাষায় আমরা কিরূপে পার্থক্য নিরূপণ করব? যেহেতু ইমান ইলম ব্যতীত অর্জিত হয় না। অর্থাৎ ইলমী উপলব্ধি ব্যতীত ইমানী উপলব্ধি আসে না। তাহলে কিরূপে আমরা ইমান ও মারিফাতের মাঝে পার্থক্য করব?

আমরা বলব ইলম ও ইমানের বিষয়বস্তু আলাদা হওয়া সত্ত্বেও ইলম থেকেই ইমানের উপলব্ধি শুরু হয়। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন শুরু হয় মানুষের জানা কোনো ঘটনা বা ইলমের মাধ্যমে। তাহলে এখানে ইলমের বিষয় হলো উক্ত ঘটনা। আর ইমান হলো যা আল্লাহ তায়ালার প্রতি করা হলো। আর আল্লাহ তায়ালাকে জানা যদি মানুষের সম্ভাব্যতার অন্তর্ভুক্ত হতো, তবে তা আল্লাহ তায়ালাকে জানা আবশ্যক করতো। অথচ মানুষেরা আল্লাহ তায়ালাকে জানে না বা এ সম্পর্কে তার কোনো ইলম নেই। তাই বলা হয় ইমানের সাথে মারিফাতের পার্থক্য হচ্ছে ইমান সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কিত এবং মারিফাত হলো প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন উভয় বিষয় সম্পর্কিত।

অনন্তর মারিফাত ও গোপন ইলমের পার্থক্য সম্পর্কে আমরা বলতে চাই যে, আমাদের পূর্বোক্ত বর্ণনানুযায়ী এ দুটি এক ও অভিন্ন। বাতেনি ইলম তথা গোপন ইলম তো অদৃশ্যের ইলম। আর এটা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কারো থাকতে পারে না। কিংবা তা আল্লাহ তায়ালা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর এতদ্বিষয়ে বাতেনি ইলম তথা গোপন ইলম তার পূর্বতন ইলম ও ইমানের শর্তারোপ করে না। এজন্যই সেটা মারিফাত থেকে আলাদা।

www.pathagar.com

আর জাহেরি ইলম তথা প্রকাশ্য ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, এমন জ্ঞানে জ্ঞানী গোপন বিষয়ে কোনো কিছু জানবে না। আর জাহেরি ইলম যদি ইমান দ্বারা পূর্ণ না হয় তবেই তা মারিফাত থেকে আলাদা হয়ে যায়।

তারিফ বা পরিচিতি

আমাদের বক্তব্য মারিফাত ইলম ও ইমানের সংমিশ্রিত উপলব্ধি। সুতরাং তা আমাদের সামনে এক নতুন চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করেছে। সে সংক্রান্ত আলোচনা স্বতন্ত্র কোনো অধ্যায়েই করা যেতে পারে। এখানে শুধু স্মর্তব্য যে, মানুষ ইলমের মাধ্যমে স্বীয় ইমানকে বৃদ্ধি করার প্রয়াসে তৎপর থাকে কিংবা একত্রে দুটোই করে থাকে। সুতরাং তারিফের জন্য ইলম কিংবা ইমান আবশ্যক শর্ত হতে পারে না। বরং ইলম ও ইমানের পূর্বোক্ত সংজ্ঞার উপরই নির্ভর করা যেতে পারে। এতদ্‌সংক্রান্ত ইবনু তাই মিয়ার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। অবশ্য আমরা সেদিকে প্রবৃত্ত হবো না।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

পরিশিষ্ট : ইসলামি জ্ঞান

ইলম ইমান মারিফাত ইত্যাদি প্রসঙ্গ শেষে আমরা বলতে পারি যে,

- ইসলামি ইলম – ইসলামি জীবনকে নাড়া দেয়, আর ইমান হলো তার ফলশ্রুতি এবং জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার ও প্রশান্তি লাভ করার চাবিকাঠি।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ সকল বিষয়ের (ইলম, ইমান, মারিফাত) এর ঐক্যতা – শরিয়, জাগতিক, সামাজিক কিংবা মানবিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিন্তাশীল সমাজকে কাছাকাছি এনে দেয়, পারস্পরিক পূর্ণতাকে সহজ করে দেয়, সহযোগিতাকে নিবিড় করে দেয়। তাদের মধ্যকার বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোকে নিঃশেষ করে দেয়। ফলে বহির্চিন্তার আক্রমণের সুযোগ রুদ্ধ হয়ে যায়।
- ইসলামি জ্ঞান ঐশীবাণী ও সৃষ্টির প্রতি নির্দেশনাকে সহযোগিতা করে।

তথ্যসূত্র

১. আল কুরআনুল কারীম

২. ইবনু তাইমিয়া, মাজমু ফাতওয়া শাইখুল ইসলাম, রিয়াদ

৩. ইবনু তাইমিয়া, অররদ্দু আলালমানতিকিয়্যিন, বম্বে, ১৯৪৯

৪. ইবনু তাইমিয়া, আল ইমান, দামেস্ক ১৯৬১

৫. ইবনু তাইমিয়া, শরহুল আকিদা আল ইসপাহানিয়া, কায়রো ১৯৬৬

৬. খাজেন, তাফসিরে খাজেন

৭. শাফেঈ, আহকামূল কুরআন, মিসর ১৯৫২

৮. শাফেঈ, আর রিসালাহ, মিসর ১৯৪০

৯. তিবরিসী, মাজমাউল বয়ান ফী তাফসিরীল কুরআন, বৈরুত ১৯৬১

১০. তাবারী, জামেউল বয়ান, মিসর ১৯৫৪

১১. আল মারাগী, তাফসীরে মারাগী, মিসর ১৯৪৬

১২. সাইয়্যেদ কুতুব, ফী জিলালীল কুরআন, মিসর ১৯৫৩

www.pathagar.com

এ বই প্রসংগে

দ্বীন, ইলম ও ইমান সম্পর্কে মৌলিক ধারণা অর্জন করা এবং সেই সাথে দার্শনিক বিভ্রান্তি থেকে দ্বীনকে মুক্ত রাখার প্রয়াসেই এ বইটির রচনা। বইটিতে ইলম ও ইমানের মৌলক অর্থ ও পরিচিতি, এতদুভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ও শরয়ী মর্যাদা, এসব লাভের উপায়, কুফর থেকে বাঁচার উপায় প্রভৃতি সম্পর্কে সুবিন্যস্তভাবে বারংবার আলোকপাত করা হয়েছে, যাতে তা মুসলিম মানসে গ্রথিত ও সদা প্রতিভাসিত হতে পারে। মুসলিম মানস এ সম্পর্কিত যাবতীয় বিভ্রান্তি, অসংগতি, বৈপরিত্য ও সংশয় থেকে পরিচ্ছন্ন থাকতে পারে।

বইটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও নিঃসন্দেহে এটি ইসলামের মৌল দৃষ্টিভঙ্গির আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

লেখক পরিচিতি

ড. ইব্রাহিম আহমদ উমর উম্মে দারমানে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সালে খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক, ১৯৬৮ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্যে স্নাতক এবং ১৯৭২ সালে কেমব্রিজ থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ড. আহমদ ১৯৭২ সালে খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসেবে এবং ১৯৮৩ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। সুদানের প্রবৃদ্ধির উপর তার একটি গবেষণা প্রবন্ধ ১৯৮৫ সালে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ১৯৮৬ সালে বিশ্বকোষ ফাউন্ডেশন একাডেমী, লন্ডন নির্বাচিত হন। আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং পশ্চিম জার্মানি থেকে তার বেশ কিছু দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ISBN: 978-984-8471-33-3
9 789848 471333

www.pathagar.com